NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

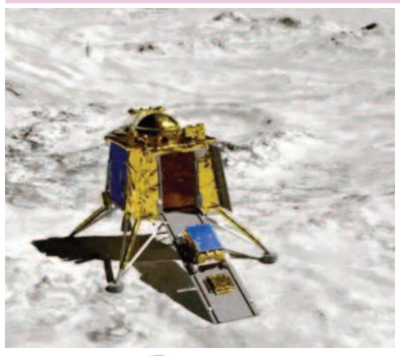

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ চন্দ্র জয় যখন বিশ্বের দরবারে ভারতের মাটিকে শক্ত করে

ফাইনালের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বিরাট-রোহিতরা ৮

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৩০ ভাদ্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.9.2023, Vol.17, Issue No. 98, 8 Pages, Price 3.00

দেশেই ট্রেনিং নিচ্ছে আইএস জঙ্গিরা!

তামিলনাড়ু-সহ ৩০ জায়গায় এনআইএ তল্লাশি

চেন্নাই, ১৬ সেপ্টেম্বর: ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সন্দেহে চেন্নাই, কোয়েম্বাটুর-সহ তামিলনাড়ু এবং হায়দরাবাদের মোট ৩০টি জায়গায় শনিবার তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় দেশবিরেধী কার্যকলাপ চলছে। তার মধ্যে রয়েছে চেন্নাই এবং কোয়েম্বাটুরের মতো শহরও। প্রাথমিক ভাবে এনআইএ মনে করছে, এমন বেশ কিছু কেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেখানে আইএস জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এনআইএ সূত্রে খবর, কোয়েম্বাটুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এ ছাড়াও চেন্নাইয়ের তিন এবং তেনকাসির এক জায়গায় অভিযানে গিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থাটি। তামিলনাড়ু ছাড়াও হায়দরাবাদের পাঁচটি জায়গাতেও তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, সন্ত্রাস দমন সংস্থার নজরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রাজ্যের শাসকদল ডিএমকে-র এক কাউন্সিলরও রয়েছেন। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্যে সন্ত্রাসদমন অভিযান চালায় এনআইএ। সেই সময় ঝাড়খণ্ড থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী সংস্থাটি। এনআইএ-র এক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ওই ব্যক্তির সঙ্গে আইএস জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে। কিছু দিন আগেই ছ'টি রাজ্যের ন'টি জায়গায় তল্লাশি চালানোর সময় রাহুল সেন ওরফে ওমর ওরফে ওমর বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। তাঁর কাছ থেকে আইএস সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ, মোবাইল ফোন, ছুরি উদ্ধার হয়েছে বলে এনআইএ-র মুখপাত্র জানিয়েছেন।

স্পেনের সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা আদানপ্রদান, এগোল আলোচনা

আইইই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের চতুর্থ দিন ছিল শনিবার। এদিন মাদ্রিদের আইইই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক সারেন মুখ্যসচিব ও শিল্পসচিব। এই বৈঠকের ফলস্বরূপ বাংলায় পড়ুয়াদের চাকরিক্ষেত্রে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ-সহ একাধিক বিষয়ে কথা হয়েছে। আইইই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলার পড়ুয়াদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত পথ খুলল বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সাহিত্য, শিক্ষা আদানপ্রদানে বাংলার সঙ্গে হাতে হাত রেখে আরও বেশি কাজ করবে মাদ্রিদ, তা মুখ্যমন্ত্রীর সফরের শুরুতেই দুপক্ষের প্রতিনিধিদের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল। আর সফরের চতুর্থ দিন সেই আলোচনাই আরও এক পা এগিয়ে গেল।

মাদ্রিদের আইইই বিশ্ববিদ্যালয় মূলত বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব সেখানকার বিশ্ব বাজার বা গ্লোবাল মার্কেট বিভাগের বিশেষজ্ঞ ইরাস সুয়োটো রডরিগেজ ও স্নাতক বিভাগের প্রধান এলিজা মেলেন্ডিজের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কীভাবে বাংলার পড়ুয়াদের শিক্ষাবিস্তার করা যায়, সেই রূপরেখা নিয়ে কথা হয়েছে বলে খবর।বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি। এছাড়া বাংলার ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা কাজ, পেশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারে স্পেনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সৌরভের উপস্থিতিতে মউ স্বাক্ষর হল দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে

সান্তিয়াগো বার্নিবিউর গ্যালারিতে সৌরভ ও মমতা, পাশে রয়েছেন মুখ্যসচিব।

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বর: স্পেনের ভাল্লা ডলিড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রিদে বাংলার শিল্পসম্মেলনে শুক্রবার মউ স্বাক্ষর করল কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিময় শীর্ষক চুক্তিতে সিস্টার নিবেদিতার পক্ষে আচার্য সত্যম রায়চৌধুরি ও ডলিডের তরফে গুলেরামা রডড্রিগো মার্টিন।

চুক্তি মেনে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং ফ্যাকাল্টি বিনিময় করবে দুই আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী সত্যম রায়চৌধুরি। তাঁর কথায়, 'বাংলার মেধা ও গবেষকদের খুবই শ্রদ্ধা করে ও গুরুত্ব দেয় স্পেনীয়রা। মউ মেনে আমাদের ফ্যাকাল্টি ও গবেষকরা যেমন শিক্ষার নানা কার্যক্রমে স্পেনে যাবেন, তেমনই মাদ্রিদ থেকেও শিক্ষক-ছাত্ররা কলকাতায় আসবে।' এদিন চুক্তি স্বাক্ষরের পর 'গেস্ট লেকচারার' হিসাবে স্প্যানিশ শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে ডলিড বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যদিকে ডলিডের অন্যতম শীর্ষকর্তা রডড্রিগো মার্টিন বলেন, 'বাংলার পাশাপাশি আমরাও গুরুত্ব সহকারে রবীন্দ্রচর্চা করি, আমাদেরও পৃথক রবীন্দ্র গবেষণার বিভাগ আছে। কবির লেখা বহু অনুবাদ গ্রন্থ আমরা সংরক্ষণ করি। শুধু তাই নয়, একটি বড় সংগ্রহশালাও রয়েছে আমাদের।'

কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের টাকা আদায়ে বিকল্প কর্মসূচি

গান্ধিজয়ন্তীতে রাজঘাটে প্রার্থনা মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বার বার দিল্লির পুলিশ-প্রশাসনকে চিঠি দিয়েও তৃণমূলের কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি মেলেনি বলেই দাবি বাংলার শাসকদলের। এ বার তাই নতুন বিকল্প কর্মসূচি ঘোষণা করল তৃণমূল। শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিকল্প ওই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ওই কর্মসূচি কী ভাবে রূপায়িত হবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্য দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং শশী পাঁজা।

তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, গান্ধি জয়ন্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সকল সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা দিল্লির রাজঘাটে প্রার্থনায় বসবেন ২ অক্টোবর, গান্ধি জয়ন্তীতে। চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, ওই দিন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে সাক্ষাতের সময়ও চাওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। রাজঘাটে প্রার্থনা সেরে সকলে গিরিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। বাংলা থেকে ৫০ লক্ষ চিঠি নিয়ে তাঁরা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী শশী।

রাজ্যে যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করেও অর্থ পাননি, তাঁরাই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন। সেই সব চিঠিই গিরিরাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শশী। যদিও, এর আগে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গিরিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। অভিষেকের নেতৃত্বের ১০০ দিনের কাজের টাকা আদায় করতে গিয়ে মন্ত্রীর দেখা না পেয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল তৃণমূল সাংসদদের।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে গত ২১ জুলাই অভিষেক 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, গান্ধিজয়ন্তীতে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা-সহ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দিল্লির রাজপথে সরব হবেন তাঁরা। দিল্লির রামলীলা ময়দানে অবস্থান-বিক্ষোভের পরিকল্পনাও ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের। কিন্তু দিল্লি পুলিশ তার অনুমতি দেয়নি। পরে অভিযোগের সুরেই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, '২ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না হবে, এই ছিল আমাদের কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই আমাদের তরফ থেকে নিয়মমাফিক একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল দিল্লি পুলিশের কাছে। যেখানে বলা হয়েছিল, ২ অক্টোবর আমাদের মূল কর্মসূচি। বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত রামলীলা ময়দান পাওয়ার আবেদন করেছিলাম।'

তৃণমূলের এই কর্মসূচির কথা আগে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বিদেশ সফরে যাওয়ার আগে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, গান্ধিজয়ন্তীতে দিল্লির রাজঘাটে প্রার্থনায় বসবেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন অভিষেক-সহ অন্য নেতারা। শনিবার মমতার সেই বক্তব্যকেই তৃণমূল সংগঠনের তরফে ঘোষণা করেছে।

ডেরেক ও'ব্রায়েন চিঠি দিলেন দিল্লি পুলিশ ও গিরিরাজকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ নিয়ে এর আগেও দিল্লি পুলিশকে চিঠি লিখেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। শনিবার আবারও চিঠি লিখে দরিয়াগঞ্জ পুলিশের ডিসিকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। সেখানে ডেরেক লিখেছেন, ' পশ্চিমবঙ্গকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে (মনরেগা) কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য না দেওয়ার প্রতিবাদে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আগামী ২ এবং ৩ অক্টোবর যন্তর মন্তরের সামনে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ধর্নায় বসতে চান। গত ৩১ অগস্ট এ বিষয়ে আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার তরফে কোনও উত্তর না পেয়ে আবার চিঠি লিখছি। অনুরোধ করছি দ্রুত উত্তর দেওয়ার।' এছাড়াও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদল দেখা করতে চায়। ৩ অক্টোবর দেখা করতে চায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। শনিবার এই মর্মে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে চিঠি লেখেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

কলকাতা পুরসভার অধিবেশন চলাকালীন দুই দলের ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভায় অধিবেশন চলাকালীন ধুন্ধুমার। পুরসভার অধিবেশন চলাকালীন হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল ও বিজেপি কাউন্সিলররা। শনিবার কলকাতা পুরসভার প্রস্তাবের উপর আলোচনা চলাকালীনই এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপর সামগ্রিক ঘটনা এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বয়ং ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। তিনি বিবাদমান দু'পক্ষেপ কাউন্সিলরদের থামানোর চেষ্টা করেন। তবে তাতেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এদিন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিরোধীদের তরফে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি বলে জানান মেয়র। তখন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ও বিজয় ওঝা জানান, প্রশ্ন করে কোনও লাভ হয় না। কারণ কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। এই বক্তব্যের পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সূত্রে খবর, এদিন তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুকে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে ধাক্কা দিতে দেখা যায়। বিজেপি কাউন্সিলরদের তরফেও পালটা ধাক্কা দেওয়া হয়। অন্যান্য কাউন্সিলরা দু'পক্ষকেই থামানোর চেষ্টা করেন। এই ঘটনার পর পুরসভার অধিবেশন থেকে বেরিয়ে সটান নিজের ঘরে চলে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উল্লেখ্য, বিজেপির সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে কয়েকদিন আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতা পুরসভা। তখনও হাতাহাতি জড়িয়ে পড়েন দু'দলের কাউন্সিলররা।

এই ঘটনার পর ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, 'আমরা একটা বিতর্ক অংশ নিয়েছিলাম। হঠাৎ করেই উঠে এসে আক্রমণ করা হল। কলকাতা পুরসভায় বিজেপি কাউন্সিলরদের উপর মাসকাবারি হামলা হচ্ছে। বিজেপি কাউন্সিলরদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কলার ধরে টানা হচ্ছে। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে। এদিকে মেয়র, ডেপুটি মেয়র আর চেয়ারম্যান বসে বসে দেখছেন। কলকাতা পুরসভায় কোনও আইনের শাসন নেই। তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসু এই আক্রমণ করেছেন। তিনি আগে বিজেপিতে ছিলেন, তারপর তৃণমূলে গিয়েছে। এখন দলীয় নেতৃত্বের কাছে নম্বর বাড়ানোর জন্য এই কাজ করছেন।'

অন্যদিকে বিজেপি কাউন্সিলরদের তরফে তোলা হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসু স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'অধিবেশন চলাকালীন কোনও মারামারি হয়নি বা ধাক্কাধাক্কি হয়নি। একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল। সবাইকে চোর বলা হচ্ছিল। সজল আমাদের ছোটো ভাই। কেন ওঁকে মারব। ওই পরিস্থিতি উত্যক্ত করার চেষ্টা করছেন। সবাই মিলে যদি ওঁকে মারত, তাহলে কী ও সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত! আমি একাই একশো।'

অসভ্যতার একটা সীমা আছে ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিগমে অধিবেশন চলাকালীন বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে ঝামেলায় ক্ষুব্ধ মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বয়ং। শনিবার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের কলারে হাত দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর বিরুদ্ধে। তবে সামগ্রিক ঘটনায় ফিরহাদের প্রতিক্রিয়া, 'যা হয়েছে, তা একেবারেই উচিত নয়', মন্তব্য করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'অসভ্যতার একটা সীমা আছে। এনাফ ইজ এনাফ। সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গরিমা আছে। তবে আত্মসম্মানে লাগলে, সকলে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে না। আত্মসম্মান চলে গেলে, সামাজিক সম্মান টেনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন মাথা ঠান্ডা রাখা সম্ভব হয় না।'

বড় ঘটনা নয় মালা রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশন চলাকালীন বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের গণ্ডগোলকে খুব একটা বড় ঘটনা বলে মানতে রাজি নন চেয়ারপার্সন মালা রায়। এদিকে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর বিরুদ্ধে। কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও তিনি জানান, যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁরাই একমাত্র এর ভাল বিবরণ দিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ওঁদের পেটে গ্যাস হয়েছিল কি না ওরাই ভাল জানবেন।'

এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি: অতীন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিনের ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া দেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। বলেন, 'আমি ১৯৮৫ সাল থেকে কাউন্সিলর। এই রকম সরাসরি আক্রমণ দেখিনি। বিরোধী থাকাকালীন হয়ত আমরা কাউন্সিলরকে ঘেরাও করেছি। সেই সময় শাসকদলের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। তখন হয়ত ধাক্কাধাক্কি হয়েছে।'

ইডি-র নয়া ডিরেক্টর -ইন-চার্জ রাহুল নবীন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হল বর্ষীয়ান ইন্ডিয়ান রেভিনিউ-এর আধিকারিক রাহুল নবীনের কাঁধে। সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বিদায়ী ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রের জায়গায় আপাতত নতুন কার্যকরী ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সূত্রে খবর, রাহুল নবীনকে ইডি-র ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইডি-র অধিকর্তা পদে সঞ্জয়কুমার মিশ্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর। এরপরই অর্থ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, স্থায়ী অধিকর্তা নিয়োগ না-হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন ১৯৯৩ ব্যাচের আইআরএস নবীনই। বর্তমানে ইডি-র বিশেষ অধিকর্তা পদে রয়েছেন তিনি। এর আগে নবীন ইডি-র সদর দপ্তরে প্রধান ভিজিল্যান্স অফিসার ছিলেন এই নবীন-ই।

আঙুলের ছাপ চুরি করে গায়েব হচ্ছে টাকা!

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: গ্রাহকের অজান্তে তাঁর আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ বাড়ছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, মোবাইলে এসএমএস পেয়ে চুরির কথা জানতে পারছেন। ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করলে বলা হচ্ছে, তাঁর বায়োমেট্রিক তথ্যের ভিত্তিতেই সেই লেনদেন হয়েছে। যেটা তাঁরা আদৌ করেনইনি। কোথায় কী ভাবে সাধারণ মানুষের আঙুলের ছাপের মতো অতি ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে প্রতারণার জাল ছড়ানো হচ্ছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বিস্তর। যা নতুন করে মোদি সরকারের ডিজিটাল এবং নগদহীন আর্থিক পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। এই ব্যবস্থার মূল দুই কান্ডারি, আধার কর্তৃপক্ষ (ইউআইডিএআই) এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশনের (এনপিসিআই) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের পরামর্শ, আধার গ্রাহকেরা তাঁদের বায়োমেট্রিক তথ্য আপাতত 'লক' বা বন্ধ করে রাখুন।

স্টেট ব্যাংক জানিয়েছে, তাঁদের গ্রাহকের এই অভিযোগ থাকলে দ্রুত পুলিশে এফআইআর করতে হবে। তার পরে আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট শাখায়। এমন সব অভিযোগ যাবে এসবিআইয়ের এই সংক্রান্ত প্রতারণা মোকাবিলার বিশেষ বিভাগে। তারা সেগুলি তা জানাবে এনপিসিআইকে। যে ব্যাংকে প্রতারিত গ্রাহকের টাকা জমা পড়বে, তাদের কাছে সেই অভিযোগ পাঠাবে এনপিসিআই। তদন্তের পরে সেই ব্যাংকটি ওই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত দেবে।

সকলের কাছে সহজে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছতেই আধার ভিত্তিক টাকা মেটানোর পরিষেবা (আধার এনেবলড পেমেন্ট সার্ভিস বা এইপিএস) চালু করে কেন্দ্র। এতে টাকা জমা-তোলা, এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যটিতে পাঠানো বা অ্যাকাউন্টে জমা টাকার খোঁজও করা যায়। মূল কাঠামো চালু করে এনপিসিআই। তার ভিত্তিতে পরিষেবা দেয় বাণিজ্যিক ব্যাংক, পেমেন্টস ব্যাংক-সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বহু গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রেও এটি মেলে। এই ব্যবস্থা অনেকটাই কার্যকরী হয়েছিল কোভিডকালে।

অভিযোগ উঠেছে এমন পরিষেবা কোনও দিন নেননি এমন গ্রাহকদের টাকাও আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে তোলা হয়েছে। তা হলে কী ভাবে এই জাল ছড়াচ্ছে? এ নিয়ে সরাসরি কেউ মুখ খুলতে নারাজ। তবে ব্যাংকিং-সহ সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা, কোনও ভাবে সেই গ্রাহকের বায়োমেট্রিক তথ্য, মূলত আঙুলের ছাপ নকল করে রাখছে প্রতারকেরা। বেশ কিছু অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সেই ভুয়ো লেনদেনের আগে প্রতারিত গ্রাহকদের কোথাও না কোথাও (সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণের জন্য সরকারি দপ্তর বা মোবাইলের সিম নেওয়া) আধার তথ্য যাচাইয়ের জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য দিতে হয়েছিল। ঠিক কোথায় সেই তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তাই সন্দেহ, যে যন্ত্র বা ব্যবস্থার মাধ্যমে এইপিএস চলে সেখানেই কি তা হলে ফাঁক থাকছে।

আধারের তথ্য লক করার পরামর্শ সরকারের

হাওড়া স্টেশনে হকার ও আরপিএফের সংঘর্ষ, বিক্ষোভ ও লাঠিচার্জে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হকার বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়া স্টেশন। শনিবার দুপুরে হকারদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র আরপিএফের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে হাওড়া স্টেশনে। ওল্ড কমপ্লেক্সের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হকার-আরপিএফ হাতাহাতি, লাঠিচার্জকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় স্টেশন চত্বর।

অভিযোগ, স্টেশনের ভেতরে হকারি করতে বাধা দেওয়ায় হাওড়া বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় হকার ইউনিয়নের সদস্যরা। সেই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হাওড়া স্টেশনে হকাররা আসতেই আরপিএফের আধিকারিকরা তাদের বাধা দেয়। এরপরই বচসাতে জড়িয়ে পড়ে হকার ও আরপিএফ কর্মীরা। উত্তপ্ত বচসা পরিণত হয় হাতাহাতিতে। স্টেশন চত্বরে এই গোটা ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। শনিবারের এই ঘটনাতে বেশ কয়েকজন হকারকে আটক করা হয় বলেই আরপিএফ সূত্রে খবর। এদিকে অশান্তির জেরে স্টেশনে আসা নিত্যযাত্রীরা সমস্যার মুখে পড়েন।

চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারও হাওড়া স্টেশনের হকারদের সঙ্গে কর্তব্যরত আরপিএফের একপ্রস্থ অশান্তি হয়। হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সের মধ্যে যে হকাররা বসেন তাঁদের সেখান থেকে তুলেদেওয়ার চেষ্টা করে আরপিএফ কর্মীরা। যদিও শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার তাদের সরায়নি। শনিবার ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করেছে রেল পুলিশ। খবর সংগ্রহে আসা সাংবাদিকদের কাজেও বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি কেকা লাহা, স্বামী- সন্টু লাহা ঠিকানা ও পোষ্ট- বেগমপুর, থানা- চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৬, আমার এমপ্লইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড নথিতে স্বামীর নাম কেবল সন্টু লাহার পরিবর্তে আদ্যাক্ষর 'এস' উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহামান্য ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর, হুগলী সমীপে হলফনামা দ্বারা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জানাইতেছি 'এস' এবং সন্টু লাহা একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Bandhan Chatterjee of Katghara Lane, Chawkbazar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Kumar Chatterjee ও Bimal Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. NIT NO- 08/15thFC (TIED)/2023-24, 09/15thFC (UNTIED)/2023-24, 10/OWN-FUND(MATUA)/2023-24. Last date of submission 30.09.2023 up to 11a.m. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 55 of 2022

গীতিকা উকিল ও অন্যান্য

.... আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অবনী মোহন দাস রায় ০৯.০৬.১৯৭৮ তারিখে বি. সি. রায় টেকনোলজি হসপিটাল, আই. আই. টি. ক্যাম্পাস, খড়গপুরে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ৭৫০/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারিণীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op. 721306, P.s. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947.

Share Certificate

30 (thirty) Shares of Rs. 25/- each (1) 3246 to 3250 dt. 04.03.1971 (II) 3321 to 3325 dt. 16.12.1971 (III) 3326 to 3335 dt. 04.01.1972 (IV) 3336 to 3345 dt. 21.03.1972

Number of Shares - 30 Rs. 25/- = Rs. 750/- Total = Rs.750/-

অনুমত্যানুসারে
Bishwanath Das
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ ই সেপ্টেম্বর। ৩০ শে ভাদ্র । রবিবার দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা । বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি , অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি ,টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি।গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন ? লিভার ,তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে ? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : বিপদ নাশ হয়ে, এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : কোন কঠিন কাজ হয়ে পড়বে। পরিবার ও স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস , সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপর অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : পুরাতন কোন ঘটনা বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌযড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ সদ্গুরু শ্রী শ্রী অনুকুল চন্দ্র র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস)

বিজ্ঞপ্তি

ইনদ্যা কোর্ট অফ্ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট-৩৯ কেস নাম্বার- ১৩/২০২৩

শ্রী পিনাকী দাস, পিতা- শ্রী মদন মোহন দাস

সাকিম- কুন্ডুগলি, গড়বাটী, উত্তর চন্দননগর, পোষ্ট- বুড়ো শিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, প্রদেশ- পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১২১০৫।

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে অধুনামৃত সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় শিবানন্দ ঘোষ, এবং অধুনামৃত চামেলী ঘোষ, স্বামী- স্বর্গীয় সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ, উভয়ের সাং-তালডাঙ্গা, কুন্ডুগলি, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, প্রদেশ- পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ইংরাজী ০৪/০৯/২০১০ তারিখে পরলোক গমন করেন এবং অপরপক্ষে উক্ত চামেলী ঘোষ, স্বামী-সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ইংরাজী ০৮/০১/২০১৯ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাহাদের নির্বর্তিত উইলের এক্সিকিউটার হিসাবে দরখাস্তকারী উপরি উল্লেখিত প্রোবেট কেস ফাইল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুযায়ী এক তরফা বিচার হইবে।

তপশীল

জেলা ও ডি.এস. আর.- হুগলী, এ. ডি. এস. আর. - হুগলী সদর, থানা- চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অধীন ৩০নং ওয়ার্ড ভুক্ত ১৪৫/৩ নং হোল্ডিং বিশিষ্ট কুন্ডুগলি মহল্ল্যা স্থিত, মৌজা- উত্তর চন্দননগর, জে. এল. নং-২১, আর. এস. খতিয়ান নং-১১৬০ যাহা এল. আর. খ তিয়ান ২৩৩১ ও ২৩৩২, আর এস. দাগ নং-১৭৩ যাহা এল. আর. দাগ নং-৪০৫, ভিটি সম্পত্তি, মোট চিহ্নিত জমির পরিমান ০.০৩৫ মায় তদুপরিস্থিত একতল পাকা গৃহাদি সম্পত্তি মায় সকল প্রকার ইজমেন্ট রাইট।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রাজীব চক্রবর্তী
এ্যাডভোকেট

আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate
Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc Case No 38 of 2022

বীথি ঘোষ ও অন্যান্য

...আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মধুসূদন ঘোষ গত ইং ১১.৫.২০২০ তারিখে রুবি জেনারেল হাসপাতাল, কোলকাতায় পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative, Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op. - 721306, P.s. Kharagpur (T) Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947.

Share Certificate No 873

5 (five) Shares of Rs. 25/- each Numbered 4416 to 4420 dt. 19.09.1995

Number of Shares - 5 Rs. 25/- = Rs.125/, Total= Rs.125/-

অনুমত্যানুসারে
Bishwanath Das
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের আলোচনায় উত্তেজনা শ্যামনগর কান্তি চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিল্পাঞ্চলের বুকে যথেষ্ট সুনাম আছে অতি প্রাচীন শ্যামনগর কান্তি চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের। কিন্তু সেই স্কুলে পরিচালন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধির নির্বাচনের আলোচনা ঘিরে শনিবার বেলায় উত্তেজনা ছড়ালো। নিয়ম অনুযায়ী, নিজেদের আলোচনার মাধ্যমেই তিন জন শিক্ষক প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করা হয়। সেক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে ভোটাভুটি করতে হয়। স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক বিভাকর সরকারের অভিযোগ, স্কুল সভাপতি রাধা মাধব চট্টোপাধ্যায় নিজেদের পছন্দ মতো প্যানেল করতে চাইছেন। কিন্তু এতে আপত্তি তুলেছেন অনেকেই। বিভাকরবাবুর দাবি, তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধির নির্বাচন সম্পন্ন করতে চান। নির্বাচনের দাবিতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন শিক্ষক বিভাকর সরকার। অভিযোগ, স্কুলের বাইরে এক বহিরাগত যুবক তাঁকে শ্যামনগর ছাড়া করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। হুমকির জেরে আতঙ্কিত শিক্ষক বিভাকর সরকার ও তাঁর অনুগামী শিক্ষকরা। যদিও সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি স্কুলের সদ্য নিযুক্ত সভাপতি রাধামাধব চট্টোপাধ্যায়। গন্ডগোল প্রসঙ্গে টিচার ইন চার্জ তন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'পরিচালন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধির নির্বাচন ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তবে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিবাদ না মিটলে পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হবে।' তন্ময় বাবুর দাবি, তাঁর উপস্থিতিতে কোনও শিক্ষককেই হুমকি দেওয়া হয়নি। কোনও শিক্ষক তার কাছে হুমকির বিষয়ে অভিযোগও জানাননি। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার বলেন, সাধারণত নিজেরা আলোচনা করেই শিক্ষক প্রতিনিধি ঠিক করে থাকেন। কিন্তু মতানৈক্যের জেরে ওই স্কুলে একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে যাতে স্কুলের সুনাম বজায় থাকে, তিনি সেই চেষ্টায় করবেন।

কাঁচরাপাড়ার সিটি বাজারে কাপড়ের দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : শনিবার সাতসকালেই কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সিটি বাজারে বহু পুরানো টেলারিং-সহ কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। বন্ধ দোকান থেকে এদিন ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। তারাই প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। আগুন লাগার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল। বিজপুর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের তৎপরতায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কিভাবে আগুন লাগল, তা জানা যায়নি। পুজোর মুখে দোকানে মজুত থাকা সমস্ত মালপত্র পুড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন দোকান মালিক জয়প্রকাশ প্রসাদ। দোকান মালিক জয়প্রকাশ প্রসাদ বজানান, এদিন সকাল ৮-১০ নাগাদ আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। দোকানে এসে তিনি দেখেন আগুনে সমস্ত মালপত্র পুড়ে গিয়েছে। জয়প্রকাশ বাবু বলেন, দুপুরে এবং রাতে বাড়িতে খেতে যাবার সময় তিনি মেইন সুইচ বন্ধ করেই যান। তবুও দোকানে কিভাবে আগুন লাগলো, তা নিয়ে তিনি অন্ধকারে। দমকল অধিকারিক নীলরতন শীল বলেন, 'আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে কাপড় কাম টেলারিংয়ের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। দু'টি ইঞ্জিন পৌঁছে অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।'

প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোশিয়েসনের উদ্যোগে ধনধান্য অডিটোরিয়ামেইঞ্জিনিয়ার দিবস পালিত হল।উদ্বোধক ছিলেন মাননীয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের মহাসচিব সুব্রত ঘোষ, ইসরোর চন্দ্রযানের অন্যতম বিজ্ঞানী শুভ্রদীপ দে, বিশিষ্ট ফুটবলার শিশির ঘোষ, কেএমডিএর ডিরেক্টর জেনারেল কমলেশ বসাক, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শিশির কুমার বৈদ্য প্রমুখ।

হাওড়ার তেলকল ঘাট থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার দুপুর ২ টা নাগাদ হাওড়ার তেলকল ঘাট জেটিতে (বার্ন কোম্পানি ঘাট পরিত্যক্ত জেটি) স্থানীয় বাসিন্দারা একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন । এরপর এলাকার বাসিন্দারা হাওড়া থানাতে খবর দিলে ঘটনাস্থলে হাওড়া থানার আধিকারিকরা উপস্থিত হয়। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে। মৃত ব্যক্তির মাথার পেছনের দিক ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও তাকে নগ্ন অবস্থায় কম্বলের আড়ালে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি মৃতদেহের পাশে মালনাদ এজেন্সি নামে একটি সিকিউরিটি ইউনিফর্ম পাওয়া গেছে। মৃতদেহের পাশে এএম এন্টারপ্রাইজ, কৃষ্ণগিরি, টিএন-এর একটি ভিজিটিং কার্ড এবং শ্রমিক সরবরাহের জন্য আরেকটি তামিল ভাষাতে লেখা ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ওই ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আধিকারিকরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে ওই ব্যক্তি কিভাবে মারা গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে বলেই আশা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এছাড়াও মৃতদেহ থেকে পাওয়া ইউনিফর্ম ও ভিজিটিং কার্ড পরীক্ষা করে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ আধিকারিকরা বলেই হাওড়া থানা সূত্রে খবর। যদিও মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তেলকল ঘাট এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

রাজ্যেও আজ সূচনা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও আজ সূচনা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার। এই উপলক্ষে রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতায়। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং অচিরচরিত শক্তি মন্ত্রী রাজকুমার সিং। সকাল সাড়ে দশটা থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। আয়োজকদের তরফে জন মাথাই জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্স মারফত সম্প্রচারিত হবে। রাজ্যের প্রযুক্তিবিদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা। এছাড়া বিদ্যুৎ মন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে একটি প্রদর্শনীরও সূচনা করবেন, যেখানে শিল্পীদের দক্ষতা তুলে ধরা হবে।

গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা বাড়ল রাজ্যের কিছু স্বশাসিত সংস্থার কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের কিছু স্বশাসিত সংস্থা এবং নিগমের কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা বাড়ানো হল। ওই সব ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ওই ৩টি জায়গায় যাঁরা ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি আইনের আওতায় আছেন তাঁরা এই সুবিধা পাবেন। ২০১৮ সালের ২৯ মার্চ থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে। ফলে যাঁরা আগে অবসর নিয়েছেন তাঁরাও গ্র্যাচুইটি খাতে আরও টাকা পেতে পারেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা ১২ লক্ষ টাকা। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সময় এটা ৬ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়।

কর্মীদের অবসর নেওয়ার সময়কার বেতন হার, কত বছর চাকরি করেছেন তার ওপর গ্র্যাচুইটির টাকার পরিমাণ নির্ভর করে। সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে, সেটা এখন সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকে। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, কিছু সরকারি সংস্থা বা আন্ডারটেকিং, স্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এটা ২০ লক্ষ টাকা হবে। তবে রাজ্যের ঠিক কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে সেটা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ যেহেতু বেতন হারের ওপর নির্ভর করে তাই ওই সব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে কাজ করা কর্মীরা অবসরের পর ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি প্রাপ্তির সুযোগ পাবেন। অএবার এই নয়া নির্দেশিকার জেরে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরাও তাঁদের গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন।

এমনিতেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন। এমনকী তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে। যদিও কোথাও থেকে আন্দোলনকারীরা কোনও সুরাহা পাননি। আর তার জেরে আন্দোলন যে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছে সেটা ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পোস্টাল ব্যালটের ভোটের ফলাফলেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেখানে শাসক দলের প্রার্থী সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের সমর্থন এখন রাজ্যের শাসক দলের দিকেই ফিরছে। এই অবস্থায় নতুন দাবি উঠেছে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেও গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা ২০ লক্ষ টাকা করতে হবে। পেনশনারদের সংগঠনেরও দাবি, গ্র্যাচুইটির সর্বোচ্চ পরিমাণ সবার ক্ষেত্রে এক হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ক্ষেত্রে এটা ২০ লক্ষ টাকা আছে। এখানেও সেই হারেই গ্র্যাচুইটি দেওয়া হোক।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ৩০ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির ৪৬ পাতার রিপোর্ট এবার প্রকাশ্যে। তাতে ১৩৬ জন পড়ুয়ার যোগ থাকার তথ্য সামনে এসেছে। জানানো হয়েছে, ১৩৬ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬ জন প্রাক্তন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চিরকালের মত ঢোকায় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। র‍্যাগিং-এর ঘটনায় চার জনের সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে কমিটির তরফ থেকে।

১৩৬ জনের মধ্যে ৫ জন পড়ুয়াকে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য চারটি সেমেস্টার থেকে এবং হস্টেল থেকে পুরোপুরিভাবে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ জন পড়ুয়ার এই ঘটনায় যুক্ত থাকার জন্য দু'টি সেমেস্টার থেকে বহিষ্কারের ও হস্টেল থেকে চিরকালের মতো বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৫ জন পড়ুয়াকে একটি সেমেস্টার থেকে বহিষ্কারের ও হস্টেল থেকে চিরকালের মতো বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। ৯৫ জন পড়ুয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে বহিষ্কারের এবং সতর্ক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলে সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হবে এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে বলেই বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর।

অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকে মিনিটস নিয়ে কারচুপির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কাঠগড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী বা মিনিটস নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শিক্ষকরাও এর বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অভিযোগ জানিয়েছেন। পড়ুয়ারা সরাসরি অভিযোগ করেন, যে বিষয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতে আলোচনাই হয়নি, সেই বিষয়টিকে কমিটির কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছে কর্তৃপক্ষ। দু'পক্ষের চাপের মুখে অবশ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই মিনিটস 'প্রস্তাবিত'। কিন্তু কোনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী বা মিনিটস নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শিক্ষকরাও এর বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অভিযোগ জানিয়েছেন। পড়ুয়ারা সরাসরি অভিযোগ করেন, যে বিষয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতে আলোচনাই হয়নি, সেই বিষয়টিকে কমিটির কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছে কর্তৃপক্ষ। দু'পক্ষের চাপের মুখে অবশ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই মিনিটস 'প্রস্তাবিত'। কিন্তু কোনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর গত ২১ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন রাজ্যপাল নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ভিসি বুদ্ধদেব সাউ। সেই দিনই ক্যাম্পাসে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সদস্য, অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এবং হস্টেলে একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত সিংহভাগ প্রতিনিধিরই অভিযোগ, ক্যাম্পাস এবং হস্টেলে এক্স সার্ভিসম্যান বা প্রাক্তন সেনা অফিসার নিয়োগ করা, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা আধিকারিক হিসেবে ওএসডি নিয়োগ করার বিষয় নিয়ে যথাযথ ভাবে আলোচনা হয়নি। এদিকে ওই বৈঠকের যে মিনিটস প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন সেনা অফিসার নিয়োগ এবং ওএসডি নিয়োগের বিষয়টিকে 'রেজিলিউশন'-এ চূড়ান্ত করা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত অন্তত ১৫ জন শিক্ষক শুক্রবার চিঠি দিয়ে উপাচার্যকে বলেছেন, 'এই আলোচনা যথাযথ ভাবে হয়নি। দু'এক জনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাকি অন্যরা নিজেদের আপত্তির কথা বলেছিলেন।' তা চূড়ান্ত করা না হলেও কার্যবিবরণীতে তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে ঠাঁই পেল কীভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এদিকে কলা শাখার ছাত্র সংসদ আফসুর দাবি, উপাচার্যের নেতৃত্বে কার্যবিবরণি কারচুপি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র সংসদ এবং সংগঠন এই কারচুপির অভিযোগে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব। বাংলার শিক্ষক রাজ্যেশ্বর সিনহার কথায়, 'যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম তাদের কথা যথাযথ ভাবে এই কার্যবিবরণিতে প্রতিফলিত হয়নি। কার্যবিবরণি প্রকাশ করার আগে বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষক ও বাকি প্রতিনিধিদের দেখিয়ে নেওয়াও হয়নি। ফলে ক্যাম্পাসে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।'

প্রায় একই সুর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায়েরও। অবশ্য কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি এই বিষয়টি নিয়ে আলাদা একটি নোটিস প্রকাশ করে। এরপরই শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত ভিসি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এরপর থেকে কার্যবিবরণী লেখার জন্য কড়া নজর রাখা হবে। রেজিস্টার খাতায় তা লেখা হবে। প্রকাশের আগে বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তা দেখানো হবে এবং দিনের দিন কার্যবিবরণি লেখা হবে।'

এদিকে এদিন নবগঠিত অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলের বৈঠকও হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। সেই রিপোর্ট পড়ে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় সদস্যদের দেওয়া হয়েছে। তা অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা যথাযথ ভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন, হস্টেলে ও ক্যাম্পাসে দ্রুত সিসিটিভি বসানো হবে, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি ও স্কোয়াড ঘনঘন বৈঠক, আচমকা হস্টেলে ও ক্যাম্পাসে ভিজিট করবেন সুলভ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ

নৈহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গরিফা সেন্ট্রাল রোড এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সাহেব মিত্র (৫১)। শনিবার সকালে বাড়ি লাগোয়া গ্যারেজ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল এক ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ীর। নৈহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গরিফা সেন্ট্রাল রোড এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সাহেব মিত্র (৫১)। শনিবার সকালে বাড়ি লাগোয়া গ্যারেজ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন। মৃতের স্ত্রী পৌলমী মিত্র বলেন, 'পুরসভার এক ঠিকাদার-সহ বেশ কয়েকজনের কাছে মোটা অংকের টাকা পেতেন তাঁর স্বামী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেও তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। টাকা আদায় না হওয়ায় বাজারে ওঁর ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল।' পৌলমীর আক্ষেপ, টাকা আদায়ে শাসকদলের নেতাদের দুয়ারে একাধিকবার দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্বামী। যেহেতু তাঁর স্বামী সিপিএম করতেন। তাই টাকা আদায়ে কেউ সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ মৃতের স্ত্রীর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্যারের বদলির নির্দেশে চোখে জল, নির্দেশ রুখতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিকে দিকে যখন স্কুল, শিক্ষক নিয়ে হাজারও অভিযোগ, তখন অন্য ছবি দেখেছেন ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। সন্তান স্নেহে পড়ুয়াদের আগলেছেন বর্তমান টিচার ইন চার্জ। ছোট্ট সাধারণ স্কুলে অল্প পড়ুয়াদের নিয়েও, কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করেছেন সর্বদা।

আর তাই মানুষটি হয়ে উঠেছেন পড়ুয়া থেকে অভিভাবক সকলেরই কাছেই পরম শ্রদ্ধার মাস্টারমশাই। যাঁর ওপর অভিভাবকরা ভরসা করতে পারেন। সেই শিক্ষকেরই বদলির নির্দেশ এসেছে।আর তাতেই মন খারাপ পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের। তাঁকে যেতে দিতে নারাজ সকলেই। অনেকেরই চোখে জল। স্যারের বদলি আটকাতে শনিবার বিক্ষোভ দেখানোর পর সোমবার স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন অভিভাবকরা।

১৩ বছর ধরে রবীন্দ্রপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০১৮ সাল থেকে স্কুলের টিচার-ইন-চার্জের পদও সামলাচ্ছেন।মাস্টারমশাইকে সকলেই ভালোবাসেন।

এমনিতে পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে ভাটপাড়া চক্রের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। অথচ এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১২৪ জন। এখানে রয়েছেন চার জন শিক্ষক। সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই মধ্যে খুব জনপ্রিয়। কিন্তু আচমকা স্যারের বদলির খবরে মুষড়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। টিচার-ইন-চার্জকে অন্য স্কুলে বদলি আটকাতে শনিবার অভিভাবকেরা স্কুলে জমায়েত হয়ে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সোমবার স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন অভিভাবকরা। বিক্ষোভের মাঝে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের চোখে জল নেমে আসে। অভিভাবক শান্তি নাথ বলেন, 'সুব্রতবাবুর হাত ধরেই স্কুলের উন্নয়ন হয়েছে। নিজের সন্তানের মতো বাচ্চাদের উনি ভালোবাসেন। কোনও কারণ ছাড়াই শিক্ষক সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে অন্য স্কুলে বদলি করা হচ্ছে।' স্পষ্টতই জানান এই সিদ্ধান্ত তাঁরা কিছুতেই মানতে পারছেন না। আর এক অভিভাবিকা প্রিয়াঙ্কা রায় জানান, টিচার-ইন-চার্জ সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে বদলির খবর শুক্রবার তাঁরা জানতে পেরেছেন। কিন্তু উনি চলে গেলে এখানকার পঠন-পাঠন শিকেয় উঠবে। বাচ্চারাও স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করছে। স্যার সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।এই স্কুলে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। আমাকে ভাটপাড়ার শতদল প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়েছে।' সুব্রতবাবুর কথায়, বাচ্চাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের আবেগকেও তিনি সম্মান জানাচ্ছেন। কিন্তু স্কুলে তালা ঝোলানো ঠিক কাজ নয়।

বিএলএলআরও কড়া নির্দেশে বুজিয়ে ফেলা জলাভূমি খনন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুজিয়ে ফেলা জলাভূমি খুঁড়ে ফের আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যারাকপুর ১ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক। সেইমতোই শনিবার থেকে শুরু হল খনন।স্থানীয় কাউন্সিলর সমর পাঠকের উপস্থিতিতে জমির মালিক জেসিবি দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়া জলাশয় থেকে মাটি তোলার কাজ শুরু করেন।

প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া ও তার আশপাশের একাধিক এলাকায় দিনেদুপুরে পুকুর চুরির অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এ খবর কানে যেতেই এ নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেছেন বেআইনিভাবে পুকুর বা জলাভূমি ভরাট করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।সম্প্রতি ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রাম শতদল পল্লিতে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠেছিল। তা কানে যেতেই ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিএলএলআরও দীপঙ্কর রায়। তিনি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। দু'তিন দিনের মধ্যে জলাশয়টিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর সমর পাঠকের দাবি, ইন্দ্রজিৎ রায় ও বিশ্বজিৎ রায়দের ওটা বাস্তু জমি। ওঁরা বহু বছর ধরে ওখানে বসবাস করছেন। মাটি কেটে নিচু জায়গা উঁচু করায় ওখানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও সরকারি আধিকারিকের নির্দেশ মতোই খননের কাজ শুরু করা হয়েছে।

অফিস টাইমে দমদমে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অফিস টাইমে দমদমে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন। শনিবার দমদমের ৫ নম্বর লাইনে ডাউন কল্যাণী মাঝেরহাট লোকাল লাইনচ্যুত হয়। একটি বগি ট্র্যাকের বাইরে চলে যায়। সূত্রের খ বর, দমদম স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়ার সময় ৩০১২৮ ডাউনের চাকা লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনের পাঁচ নম্বর বগি রেললাইন ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলের আধিকারিকরা। মেরামতির কাজ শুরু হয়। তবে এদিনের এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। এমনিতেই অফিস টাইমে ট্রেনে থাকে ঠাসা ভিড়। দমদমে প্রচুর যাত্রী ওঠানামা করেন। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনার জেরে প্রবল ভোগান্তি হয়।

ওই ট্রেনেরই এক যাত্রী জানান, 'আচমকাই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা একে ওপরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ি। তখন ব্যাপারটা সেভাবে বুঝতেই পারিনি। ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। অনেকেই লাইন দিয়ে নীচে নেমে আসেন। তারপর বুঝি লাইনচ্যুত হয়েছে ট্রেন।' কীভাবে দুর্ঘটনা, তাও এখনও রেলের তরফে জানানো হয়নি। রেল আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যান্ত্রিক কোনও গোলোযোগেই এই দুর্ঘটনা বলে তাঁদের দাবি।

গুলি-বন্দুক দিয়ে নয়, পুরসভার আইন মেনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে, জানালেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুলি বন্দুক দিয়ে নয়, পুরসভার আইন মেনেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমলেও ডেঙ্গুর প্রকোপ যথেষ্ট রয়েছে তা মেনে নেন মেয়র। শনিবার ফিরহাদ হাকিম জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধের অ্যাকশন সব সময় নেওয়া হয়।

মেয়র এও জানান, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর এই সময় পর্যন্ত শহরে প্রায় ২০০০ ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কম। তবে সেই অনুপাত ধরলে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাতশোর বেশি। পুরসভা সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাস থেকে এখ নও পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ২৭০০ জন। সূত্রের খবর, গত বছর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল প্রায় দু'হাজার। ডেঙ্গু চিন্তা বাড়ালেও এ বছর খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে ম্যালেরিয়া। পুরসভার দেওয়া তথ্য বলছে, চলতি বছর ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৫০৭৬ জন। এই সংখ্যাটা গত বছর ছিল ৭১৪১ জন।

এই প্রসঙ্গেই মেয়র জানান, 'আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। তবে মানুষকেও সচেতন হতে হবে। নিজের বাড়িতে জল জমানো চলবে না। পুর কর্মীদের সহযোগিতা করতে হবে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর ম্যালেরিয়া অনেকটাই কম। তবে শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা খানিকটা বেশি।' এদিকে শহরে কতজন ডেঙ্গুর জেরে মারা গিয়েছেন, তার স্পষ্ট হিসাব অবশ্য পুরসভা দিতে চাইছে না। এই প্রসঙ্গে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায়চৌধুরী জানান, এই বিষয়ে তাঁদের কিছু বলার নেই। কত জন ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন, তার প্রকৃত তথ্য দিতে পারবে স্বাস্থ্যভবন।

এদিকে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রের খবর, গতবারের মতো এ বছরও শহরের দক্ষিণ ভাগে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ কলকাতার। শহরের বেশিরভাগ ডেঙ্গি হচ্ছে, এমন ২৯টি ওয়ার্ড চিহ্নিত করেছে পুরসভা। যেখানে বাড়তি নজরদারি করা হচ্ছে। বাড়িগুলিতে পুর-কর্মীরা বেশি যাচ্ছেন। এই স্পর্শকাতর ওয়ার্ডগুলির মধ্যে উত্তর, মধ্য ও পূর্ব কলকাতার রয়েছে মাত্র ৫টি ওয়ার্ড। বাকি সবটাই দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার মধ্যে পড়ছে। বিশেষত, বালিগঞ্জ, কসবা, যাদবপুর, বাইপাস সংলগ্ন বিভিন্ন ওয়ার্ড, হরিদেবপুর, পুটিয়ারি, বেহালা, ঠাকুরপুকুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। বাড়তি নজরদারি 'স্পর্শকাতর' ২৯ ওয়ার্ডে।

ওটিপি না এলেও ব্যাংক থেকে টাকা গায়েব মডেল অভিনেত্রী মৌসুমির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফোনে কোনও ওটিপি আসেনি। কিন্তু অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ডেবিট হয়ে গিয়েছে। এমন ঘটনায় হতবাক বাঁশদ্রোণির মডেল অভিনেত্রী মৌসুমি সান্যাল দাশগুপ্ত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে ১০ হাজার টাকা। সম্প্রতি আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য হাতিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লোপাট করে দেওয়ার একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। যাঁরা প্রতারণার শিকার হচ্ছে, তাঁদের বেশিরভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের গ্রাহক। তবে মৌসুমির অ্যাকাউন্ট ছিল একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে।

মৌসুমি সান্যালের সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে গত ৬ সেপ্টেম্বর। হঠাৎ তাঁর মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। টাকা তোলার মেসেজ আসে ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কের থেকে। মডেল অভিনেত্রীর প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি। প্রথমেই তিনি দেখেন, তাঁর এটিএম কার্ড সঠিক জায়গায় আছে কি না। দেখেন, এটিএম কার্ড জায়গা মতোই রাখা আছে ঘরে। ফোনে কোনও ওটিপিও আসেনি। কিন্তু তারপরও কীভাবে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গেল তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি ওই মডেল অভিনেত্রী। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'আমি এখনও টাকা ফেরত পাইনি। লড়াই চলছে।'

বাঁশদ্রোণির ওই মডেল অভিনেত্রী জানাচ্ছেন, ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর কাছে ইমেল আসছিল। 'আধার অথেনটিকেশন সাকসেসফুলি' এই ধরনের লেখা দিয়ে মেল আসছিল একাধিক ব্যাঙ্কের নাম করে। যেখ ানে তাঁর অ্যাকাউন্টই নেই, এমন ব্যাঙ্কের নাম করেও মেল আসছিল। তাই বিষয়টি প্রথমে গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। প্রায় ২০-২৫টি ইমেল এসেছিল তাঁর কাছে, দাবি মডেলের। এরই মধ্যে হঠাৎ করে ৬ তারিখ তাঁর সঙ্গে এই অঘটন ঘটে যায়।

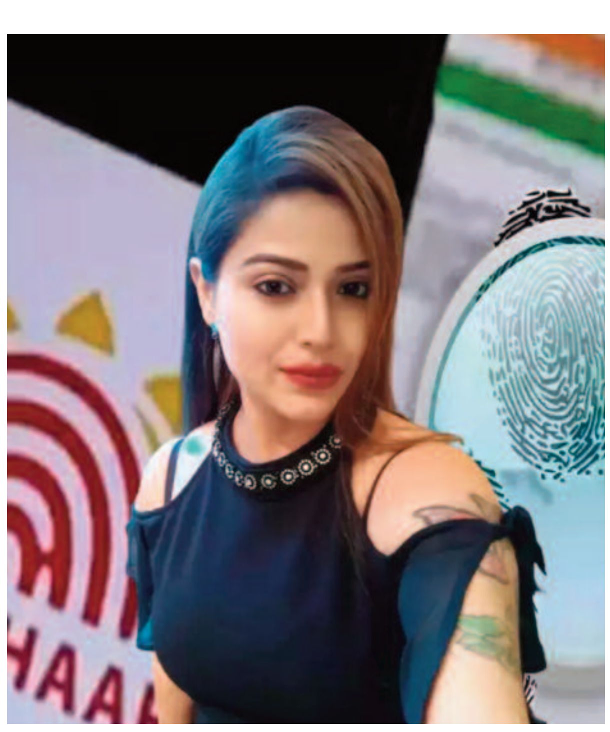

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কের কল সেন্টারে ফোন করেন। সেখান থেকে তাঁকে বলা হয়, সবার আগে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিতে এবং থানায় গিয়ে ডায়েরি করে নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক শাখায় যোগাযোগ করতে। সেই মতো তিনি বাঁশদ্রোণি থানায় গেলে পুলিশকর্মীরা তাঁর কাছে জানতে চান, সম্প্রতি তিনি নিজের আধার নম্বর কোথাও দিয়েছিলেন কি না। উত্তরে মৌসুমি জানান, পেশার তাগিদে তাঁকে অনেক জায়গাতেই ঘুরতে হয়, সেখানে আধার কার্ড ব্যবহার করতে হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে এক ফ্ল্যাট কেনার সময় ডালহৌসির রেজিস্ট্রি অফিসেও বায়োমেট্রিক দিয়েছিলেন। তবে সেখান থেকে কীভাবে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হতে পারে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

গলায় ব্লেড ঠেকিয়ে টাকা ছিনতাই ভিক্টোরিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধানবাদ থেকে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরতে হচ্ছে তিন জনকে। সূত্রে খবর, ডাক্তার দেখানোর ফাঁকে কাকা তাঁর দুই ভাইপোকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া দেখাতে। সেখানেই মোবাইল সারানোর জন্য ৬ হাজার টাকা চান এক ব্যক্তি। টাকা না দেওয়ায় গলায় ব্লেড ঠেকিয়ে দুই ভাইপোর মধ্যে এক ভাইপোকে বাসে তোলার অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তবে একটাই স্বস্তির ঘটনা যে, অভিযোগ দায়েরের তিন দিনের মধ্যে সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে হেস্টিংস থানার পুলিশ। অপহরণের অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে আসে বেশ কিছু তথ্য।

হেস্টিংস থানা সূত্রে খবর, চলতি মাসের ৯ তারিখ ধানবাদ থেকে শহরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসেন তিন জন। কাকা ও তার দুই ভাইপো ১৩ তারিখ চিকিৎসা করানোর ফাঁকেই ভিক্টোরিয়া ঘুরতে যান। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, কাকা ভিক্টোরিয়া নর্থ গেটের বাইরে ছিলেন ও দুই ভাইপো ভিক্টোরিয়া ঘুরে সাউথ গেট দিয়ে বাইরে এসে কাকাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে থাকেন। এরই মধ্যে এক ভাইপো মোহরকুঞ্জে রাস্তা ধরে এগোতে থাকে। তখনই এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার পরই ওই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটি ভাঙা মোবাইল দেখিয়ে বলেন 'সারাই করতে হবে, টাকা দাও'। এতে যুবকটি ভয় পেয়ে যাওয়ায় তাঁর গলায় ব্লেড লাগিয়ে একটি বাসে তুলে নেন। তার মধ্যে অন্যজন দেখে বাসে উঠে যাচ্ছে আরও এক ভাই। এরই মাঝে ৬ হাজার টাকা চাওয়া হয় ফোন করে কাকার থেকে। কাকা ৫৫০০ টাকা দেন, তখন ফের তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাকা তাঁর ভাইপোকে পেয়ে হেস্টিংস থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে অপহরণের। দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদকীয়

২ জঙ্গির বিনিময়ে শহিদ হলেন ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর পাঁচজন এবং একটি গোয়েন্দা কুকুর

পাকিস্তানের সৌজন্যে আমদানিকৃত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কাশ্মীরি জঙ্গিদের হাতে উঠে আসে। তাদের জন্য বিপুল অঙ্কের তহবিলও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিছু টাকা আসে চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ থেকে। বাকিটা তারা জোগাড় করে ভারতের টাকা জাল করে। শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, মুম্বই, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা, গুয়াহাটি প্রভৃতি বড় মহানগরসহ সমগ্র ভারতই এই অশুভ শক্তির টার্গেট। মোট কথা, ভারতজুড়ে ভয়াবহ অস্থিরতা সৃষ্টিই পাক মদতপুষ্ট এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই সমস্যার দরুণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকার জনজীবন ও যুব শ্রেণি। যে পর্যটন শিল্প ভূস্বর্গের হৃৎপিণ্ডের মতো, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেটাই। অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠা দূর কি বাত, পুরনোগুলিও পাততাড়ি গোটাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে চার বছর আগে টাটকা দৃষ্টান্ত ছিল, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত পুলওয়ামা অ্যাটাক। জঙ্গি দলের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৪০ জন আধা সামরিক জওয়ান নিহত হন। ওই ঘটনার পর জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সৌদি আরব, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কাসহ বহু মিত্র দেশ। কিন্তু গত চার বছরে পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়েছে? সেনা এবং পুলিসি তৎপরতার সুবাদে প্রথম দিকে পরিবেশটা থমথমে ছিল। তারপর হালচাল বুঝে নিয়ে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে ফেরাতে খুব বেশি সময় নেয়নি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো। দ্রুত চালু হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের 'টেররিস্ট এক্সপোর্ট বিজনেস'। বেআইনি অস্ত্র সাপ্লাইতে তারা বরং 'এক্সেল' করেছে, কারণ তাদের সহায় এখন চাইনিজ ড্রোন! জাল টাকা ছাপা ও বাজারে ছেয়ে দেওয়ার বিপদ মাথা উঁচু করে আছে যথারীতি। তুলনামূলক পরিসংখ্যান ফেলে দিয়ে সরকার অবশ্য দাবি করবে; সাধারণ নাগরিক হত্যা কমেছে, উধাও হয়ে গিয়েছে সেনাকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের ঘটনাগুলি, এনকাউন্টারে জঙ্গি হত্যার খতিয়ানও নিম্নমুখী এবং কমেছে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিতে যুব শ্রেণির যোগদানের হার। একইসঙ্গে বড় করে দেখানো হবে গত ৩ আগস্ট শোপিয়ানে গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে 'গ্র্যান্ড ইভেন্ট' অনুষ্ঠানের ঘটনাটিকেও। একইসঙ্গে দাবি করা হবে, আজকের কাশ্মীরে শিল্প বিনিয়োগ প্রস্তাব বৃদ্ধির প্রবণতা এককথায় অভূতপূর্ব! কিন্তু এই স্বস্তি ও খুশির আবহ যে নিতান্তই সাময়িক;১২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার উপত্যকায় সংঘটিত দুটি ভয়াবহ ঘটনা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে না কি? অনন্তনাগ এবং রাজৌরিতে জঙ্গিদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে সেনা বাহিনী ও কাশ্মীর পুলিসকে। তাতে শুধু অনন্তনাগেই প্রাণ গিয়েছে দুই সেনাকর্তা (একজন কর্নেল ও অন্যজন মেজর) এবং এক পুলিসকর্তার (ডিএসপি)। অন্যদিকে, রাজৌরির ঘটনায় জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক স্পেশাল পুলিস অফিসার এবং এক জওয়ান। মৃত্যু হয়েছে সেনা ডগ স্কোয়াডের এক সারমেয়রও। দুটি ঘটনায় জঙ্গি মরেছে মাত্র দু'জন। অর্থাৎ দুটি জঙ্গির বিনিময়ে শহিদ হতে হল ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর পাঁচজনকে এবং একটি গোয়েন্দা কুকুরকেও হারাতে হল। সাফল্য ব্যর্থতা যদিও শুধু সংখ্যার বিশ্লেষণনির্ভর নয়, তবুও এই বিষাদের ছবিটা কোনওভাবেই ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের মাহাত্ম্য তুলে ধরে না। ভারতের প্রতিটি মানুষ, নিঃসন্দেহে, কাশ্মীরকে যথার্থ ভূস্বর্গ হিসেবেই পেতে চায়। কিন্তু এইভাবে এবং একদিনে কাশ্মীর শান্ত হবে না, কিংবা উপত্যকার অধিবাসীদের সকলেই একাত্ম হবেন না রাতারাতি। তার জন্য মূলধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত ফেরানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না, ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর সেখানে সুস্থ রাজনীতি অনুশীলনের পরিসরটাই উধাও হয়ে গিয়েছে।

জন্মদিন

আজকের দিন

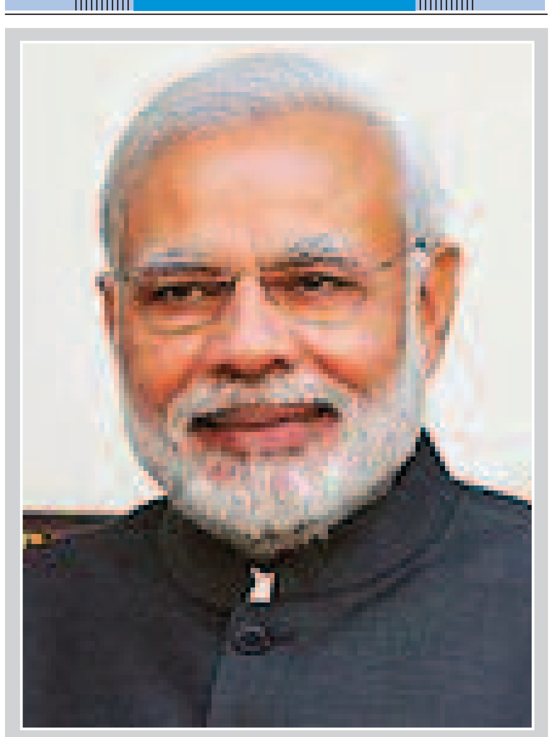

নরেন্দ্র মোদি

১৮৬৭ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।
১৯৫০ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন।

চন্দ্র জয় যখন বিশ্বের দরবারে ভারতের মাটিকে শক্ত করে

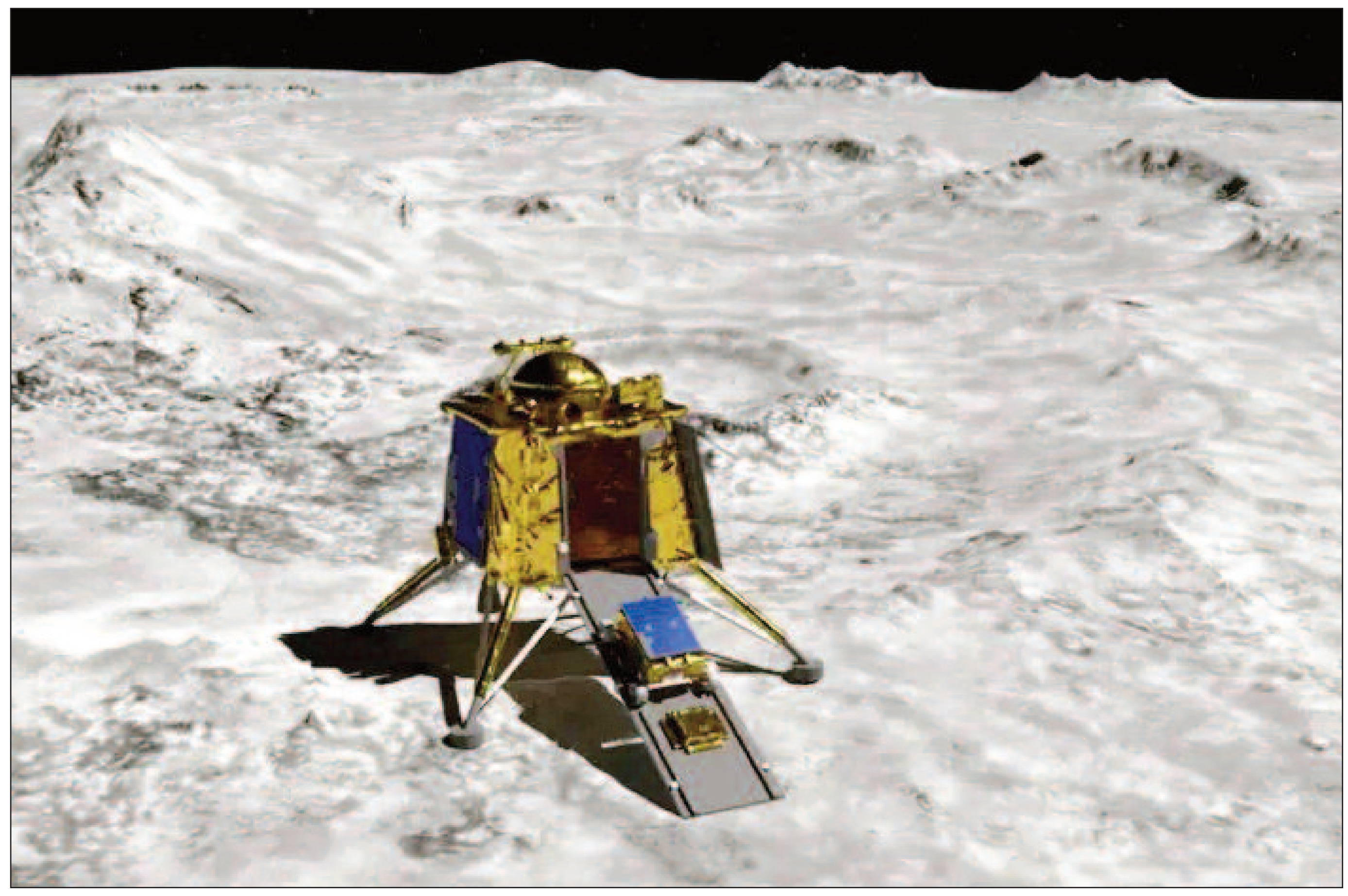

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ওই যে আকাশ বা তারও উপরে আরো অনন্ত অসীম দিগন্ত এপার ওপার করা মহাকাশ। চাঁদ। ধূমকেতু গ্রহ উপগ্রহ- সবার সাথে কি পৃথিবীর প্রতিযোগিতা? রূপকথার গল্পে যে আকাশ মহাকাশ পড়েছি, আজকের মহাকাশ কি সত্যিই ততটা নিষ্কলুষ রয়েছে। পৃথিবীর অত্যাচারেই তা আর তত মায়ামী নেই। বরং তা এক সূচক। কে দামি ভারত নাকি চিন? কে শক্তিশালী আমেরিকা নাকি রাশিয়া! আকাশ আজ বিচার করছে দেশের সাথে পরদেশের সম্পর্ক সদ্ভাব বৈরিতা। আড়াল থেকে কোন দেশটাকে লক্ষ্য করব? যে দেশে মহাকাশ গবেষণার হার বৃদ্ধির দিকে। যে দেশ যতবেশী আকাশমুখী। যত আকাশে সফল সেই দেশ আজ তত গুরুত্বপূর্ণ। ভারে মানে কূটনৈতিক পররাষ্ট্রনীতির খাতায় তার নাম বড় অক্ষরে লেখা হচ্ছে। ভারতের নাম আজ সেই আকাশ খাতার বড় অক্ষরের মালিক। ভারতের চন্দ্রযান ৩ , বিক্রম এর সফল পদার্পণ- সেসব আমার মত অঙ্ক পদার্থ বিজ্ঞান ভিতু এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের অ- আ - ক- খ - না বোঝা ছাত্রীর জন্য বদহজম। বদহজম বহু বহু মানুষের কাছে। বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরাও হয়ত অনেকেই অবগত নন, ঠিক কতটা পরিশ্রম নিষ্ঠা দম বুদ্ধির জোরে মহাকাশ জয় করে চাঁদের কলঙ্কের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। তাহলে কেন এত উত্তেজনা! চাঁদে এত কলঙ্ক। তাও কেন চাঁদ জয় গৌরব বয়ে আনল। মহাকাশ বিজ্ঞান, আজ রাষ্ট্র উৎকৃষ্টতার পরিচয় বহন করছে তাই। মহাকাশে সফল রাষ্ট্র মানে ধরেই নেওয়া হয় সেই রাষ্ট্র তার মিসাইল- যুদ্ধ পারদর্শিতা- কূটনৈতিক শক্তি- এবং মহাকাশ কৌশলের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ পারদর্শিতায় বলবান পদক্ষেপ রাখার হিম্মত ধরে। অগ্রসর হয় জোরালো পা- এ। তাকে চোখ রাঙালে সেও যে তখন ফোঁস করার শক্তি ধরে, এমনকি ছোবলও বসাতে পারে - তা প্রমান করে আকাশ কৌশল মহাকাশ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরনের সাবলীলতা। ভারতের এই চাঁদ জয়ে সত্যিইতো আমার আপনার কি এসে যায় বলুনতো? এই প্রশ্ন উঠেছে অনেক সময়ই। আজকে ভারত মানে একটা দেশ না। ভারত মানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বানিজ্য ঠান্ডা স্নায়ু যুদ্ধে জেতার চ্যালেঞ্জ। ভারত মানে সব রাষ্ট্রগুলোকে সমঝে চলার আরো একটু বাড়তি বার্তা। ভারত মানে সফট পাওয়ার। কেন যুদ্ধ , এমনকি স্নায়ু যুদ্ধও ব্যতিরেখে চিন আমাদের বিরক্ত করা থামাবে? থামাবে কারণ ভারত চাঁদ জয় করল। আর চিন কলঙ্কের বোঝা নিয়ে চাঁদ অভিযানে ভেস্তে গেল। ভারতের এই জয় নিশ্চিত করল, এবং চিনের মত অতৃপ্ত রাষ্ট্রের সামনে প্রতিষ্ঠিত করল দূর মহাকাশ প্রযুক্তিতে ভারত ওদের থেকে আজ শক্তিশালী। তাই চন্দ্রযানের সাফল্যের প্রভাব মানে তা আলুর মূল্য কিংবা রেলের টিকিটের মূল্যে প্রভাব ফেলে না। তারমানেই তাতে আর আমাদের কি! এমন ভাবার কারণ নেই। এই প্রভাব রাষ্ট্র সুরক্ষাতে রাষ্ট্র সঙ্ঘের দৃষ্টিকোণে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের হিসেবে আমাদের ভূ-খণ্ডকে মাতৃভূমিকে এক নব বেষ্টনী দিল।

এক চাঁদমামা সত্যিই যে আরো কত উপহার দেবে তার হয়তো সব খোঁজ খবর আমরা পাবোও না রাখবোও না। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন- আসলে আন্তর্জাতিক চুক্তি পাকা করার গ্রিন রুম। এক দেশের সাথে অন্য দেশের উৎপাদন এবং প্রযুক্তির সমন্বয় সহযোগিতা এবং লেনদেনের অঙ্কুর অনেক সময়ই মহাকাশ সফলতার ভিত্তিতে হয়। ভারতের সাথে এখন তাবড় সব রাষ্ট্ররা প্রযুক্তির মাঠে একসাথে চর্চা করতে আরো বেশি আগ্রহী হবে। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ- যা আমেরিকা, রাশিয়া জাপান কানাডা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সংযুক্ত চর্চা ক্ষেত্র, ভারত তাদের চমক দেখাল। প্রায়ই দেখি চিন আমেরিকা স্নায়ু প্রতিযোগিতা করছে কিন্তু কোথাও যেন একে অন্যকে সরাসরি চটায় না। নেপথ্যে কিন্তু আকাশ ভরা রহস্য। বিশেষ করে ২০১৯ এর পর থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরো বাড়ল কারণ দুই রাষ্ট্র মিলে হঠাত মহাকাশ গবেষণার এক মস্ত চুক্তিতে আবদ্ধ। ফলে কূটনৈতিক গাঁটবন্ধনটাও ভিতরে ভিতরে রয়েছে। যদি কেউ এমন ভাবে, চিন আমেরিকার মুখোমুখি বৈরিতা হবে, প্রকাশ্য করবে তা। তবে তা সত্যিই চাঁদ সমান দূরের গল্প। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ আকাশের ওপর প্রযুক্তি বিজ্ঞানের আধিপত্য স্থাপন! একটা দেশকে উন্নত বলব না উন্নয়নশীল বলব তারও সূচক মহাকাশ গবেষণায় কত উঁচুতে সে উড়ছে। কারণ স্পেস ইনফ্রাস্ট্রাচার এবং গ্লোবাল ইকনমি আজ মুদ্রার দু' পিঠ। ভারতকে তো আর এমনি এমনি অতি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। মহাশূণ্যে সে উন্নতির পথে রকেট ছোটাচ্ছে। যা বারবার ঈঙ্গিত দেয় তার অভ্যন্তরীণ স্থিতি, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে। এ ভীষণ জটিল অঙ্ক, রকেট চন্দ্রযান কক্ষ পথের চাইতেও আরো জটিল। ওসব অঙ্কতো ফর্মূলা মেনে চলে। কিন্তু ওই ফর্মূলা বাঁধা মহাকাশ উন্নতির ওপর নির্ভর করা এই কূটনৈতিক অঙ্ক আসলে ধাঁ ধাঁ। যার একটু এদিক ওদিক হলেই সে অসফল চন্দ্রযানের মত মুখ গোমড়া করে। যে জটিলতা আজ রাশিয়া আর চিনের মধ্যে চলছে। আবার কি মজার ঘটনা যে আমেরিকা রাশিয়ার মধ্যে এত আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক তারাই আবার মহাকাশে বেশ কাছাকাছি। অন্তত ২০৩০ পর্যন্ততো থাকবেই মহাকাশে কাছাকাছি, তেমনই চুক্তি হয়েছে দুই রাষ্ট্রের। NASA এবং রাশিয়ার ট্রদ্রস্ত্বদ্রন্দ্বদ্রন্ ১৯৯০ এর Shuttle-Mir প্রোগ্রামের পর থেকেই অনেকটাই প্রযুক্তিগত লেনদেন ও সহযোগিতায় রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে চিন ঘটাল এক বিপদ। ২০০৩ এ যখন রাশিয়া আমেরিকার যৌথ সহযোগিতার মানুষবাহী মহাকাশ যানটি মুখ থুবড়ে গেল তখনই চিনের Shenzhou 5 টেক্কা দিল। ভো- কাট্টা করে সে মানুষ নিয়ে মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষ পথ বরাবর ঘুরল। ঘুরল আমেরিকার মাথাও। হঠাত করে কখন কিভাবে চিন এত উন্নতি করে ফেলল! কিছুই সেদিন বুঝে ওঠার উপায় নেই আমেরিকার। ২০১১, এ আমেরিকার Wolf Amendment এর সমাপ্তি ঘটল এই বলে- NASA এবং চিন কাছাকাছি আসবে না। ব্যাস চিন রইল অন্য কক্ষপথে। তা ২০১৯ এ একটু স্থিতিস্থাপক হয় কিছু মহাকাশ গবেষণার চুক্তির পর, যা উল্লেখ করেছি আগেই। অর্থাত চিন আমেরিকার ঠান্ডা লড়াই আসলে

এক চাঁদমামা সত্যিই যে আরো কত উপহার দেবে তার হয়তো সব খোঁজ খবর আমরা পাবোও না রাখবোও না। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন- আসলে আন্তর্জাতিক চুক্তি পাকা করার গ্রিন রুম। এক দেশের সাথে অন্য দেশের উৎপাদন এবং প্রযুক্তির সমন্বয় সহযোগিতা এবং লেনদেনের অঙ্কুর অনেক সময়ই মহাকাশ সফলতার ভিত্তিতে হয়। ভারতের সাথে এখন তাবড় সব রাষ্ট্ররা প্রযুক্তির মাঠে একসাথে চর্চা করতে আরো বেশি আগ্রহী হবে। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ- যা আমেরিকা, রাশিয়া জাপান কানাডা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সংযুক্ত চর্চা ক্ষেত্র, ভারত তাদের চমক দেখাল। প্রায়ই দেখি চিন আমেরিকা স্নায়ু প্রতিযোগিতা করছে কিন্তু কোথাও যেন একে অন্যকে সরাসরি চটায় না। নেপথ্যে কিন্তু আকাশ ভরা রহস্য।

অভ্যন্তরীণ ভাবে বেশ তপ্ত। রেগে তপ্ত মঙ্গলের মত জ্বলছে। কিন্ত ভাবখানা দেখাতেই হয় যেন চাঁদের মত চুপটি। কিছু খানা খন্দ রয়েছে সম্পর্কে এই যা। তাই এতক্ষণে আর বুঝতে বাকি রইল না চিন আমেরিকা, আমেরিকা রাশিয়া, চিন রাশিয়া সমীকরণের নেপথ্যে আসলে মহাকাশ।

আবার এই আমেরিকা রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) ঠান্ডা যুদ্ধ শুরুর কারণটাই ছিল মহাকাশ। ১৯৬০ এর কালের সেই মহাকাশ গবেষণা উন্নতির রেসে তখন দুই যুযুধান রাষ্ট্র। কারণ কে সেরা তা প্রমান হলেই সেই হবে পৃথিবীর রাজা। তার গতি বিধি নিয়ন্ত্রণ করবে আরো একাধিক দেশের নীতি বানিজ্য বিনিয়োগ। এ কোনো গবেষণার গল্প নয়। এ হল সুপার পাওয়ারের গল্প। ২০০৫ এ তাই এম জে পিটারসন Work on International Regimes for the Final Frontier এক আদর্শ বই, যা কোনো রাখঢাক ছাড়াই স্পষ্ট বলেছে - মহাকাশ গবেষণার সফলতা আসলে মাটিতে জোর বাড়ায়। আজকে ভূ- রাজনৈতিক সম্পর্ক এত ওঠাপড়ার কারণ কি? শুধুমাত্রই কি বস্ত্র আমদানি, খাদ্য রপ্তানি, বা কর্মী আদান প্রদান বা সমুদ্র সুরক্ষা বা এই রকম হাজার একটা কারণ। এই হাজার একটা কারণ যদি উপলক্ষ্য হয় তবে আসল কারণ- আজ উন্নয়নশীল দেশের রকেট উড়ছে সাঁই সাঁই করে। উড়ছে ভারতের। ব্রাজিলের। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের মধ্যে যে সীমারেখা ছিল তাতে অসংখ্য সম্ভাবনার রামধনু । ভারত আজ উন্নয়নশীল দেশ না উন্নত তাই বাজি রাখার মত আলোচনা। আমেরিকা থেকে রাশিয়া সবাই হাততালি দিচ্ছে বটে কিন্তু হতবাকও। স্পেস পলিটিক্স-- ২০০৭ এ মাইকেল সিলান দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেই দেন- মহাকাশে যত জয় বাড়বে, ভূমিতে তত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। লিবারাইজেনশকে তুষ্টির পথ দেখায় মহাকাশ জয়। কি চমৎকার তত্ত্ব তিনি দেন Politics in Space as reflection of politics on Earth...

মহাকাশের কত গভীর অন্ধকারে যান ছুটছে তা এবার ঠিক করবে ওই দেশের সাথে Multidisciplinary prospective এ বাকি বিশ্ব কেমন রসায়ন গড়বে। জ্ঞানের সাধনা কক্ষ তার কক্ষে যত সফল ভাবে দৌড়াবে তার পানে বিশ্ব তত সম্মান ভরে দেখবে। গুরুত্বভারে তাকে নানান সমীকরণে রাখবে। বিক্রমের সাফল্য, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর সাথে পরিচিত হওয়া প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যত বাহবা কুড়াচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী কূটনৈতিক গুরুত্ব আসন্ন সময়ে বহন করতে চলেছে। যার সু-প্রভাব আসবে দেশের মাটিতে, মানুষে, গুরুত্বে। যে গুরুত্ব হয়তো রোজ সকালে উঠলেই আমরা টের পাব এমন নয়। কিন্ত প্রতিটা সকাল অনেক বেশী সুরক্ষিত হবে। সকাল গুলোতে দুষ্ট পররাষ্ট্রীয় কু- প্রভাব, চাপ অনেক মুক্ত হবে। হাতে কোনো রাষ্ট্র চাঁদ পায়না। কূটনৈতিক সম্পর্ক চাঁদের কলঙ্ককে মেরামতের প্রচেষ্টা করে। মিউচুয়াল কো-অপারেশন, মেরিটাইম সিকুইরিটি, টেরর কার্বিং এসব কি এমনি এমনি পায় একটা রাষ্ট্র? দাম দিতে হয় রামধনুর পথে ধূমকেতুর দেশে। মহাকাশমুখী পররাষ্ট্রনীতি মানে শুধুমাত্র স্বপ্ন আর শুকতারার মত স্নিগ্ধতা নয়। তা উল্কার মত তপ্ত অনেক সময় অনেক এলোপাথাড়ি আঘাত। আকাশ যত পরিস্কার থাকবে ভূমির সম্পর্কও ততটাই মজবুত হয়। চাঁদমামা আমাদের রাষ্ট্রকে সেই জয়ের টিপ পরালো যা অনেক পররাষ্ট্রীয় কু- প্রভাবকে কক্ষ পথ থেকে দূরে রাখবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যেই অচেনা তারার মত আলো দেখব- বলে উঠব ওটা আমাদের সম্পদ, হয়ত আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহ, হয়ত আরো একটা মহাকাশ যান যা নক্ষত্রের চেয়ে একবিন্দুও পিছিয়ে নেই।

পুস্তক পরিচয়

লুকিয়ে বাঁচার সময় — এক অনন্য কাব্য সংকলন

সত্যব্রত কবিরাজ

এমন কবিতা সংকলন আগে কখনও দেখা যায়নি,তাই অনন্য। সংকলন গ্রন্থে কোনও সূচিপত্র নেই, নেই কোনও ভূমিকা। সত্তরটি কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই একটি করে কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা এই রকম : একেবারে নতুন কিছু নয়। যেমন করে আঁকা হয় কোনও পোর্ট্রেট। তেমনই। গল্পটাও নতুন কিছু নয়। তবে যাকে আঁকা হচ্ছে আর যে আঁকছে তারা কেউই কাউকে চেনে না,............... এখন ভোরের আলতো আলো ঢুকে পড়েছে লোকটার ঘরে, সেই লোকটা তখন ছবির পাশে চিলতে বিছানায়, গভীর ঘুমে। ফুলকাটা স্টোল এখন লোকটার গায়ে বিছানো, আর পোর্ট্রেটের মুখ তার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কিন্তু চোখে তার জল কে এঁকে দিল। আর কখনই বা এঁকে দিল। অন্য একটি কবিতা - বিশ্বাস করুন একটুও ভয় লাগছে না। ওই যে বন্দুকটা আমার দিকে তাক করা। যেকোনও মুহূর্তে আপনি গুল চালাবেন, ততক্ষণ আমার কৃতকর্মগুলো মনে করিয়ে দিতে থাকার জন্য, ইচ্ছে করেই আপনি সময় বেশি নিচ্ছেন আর ভাবছেন আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার বিরক্ত লাগছে। ভিন্ন ধরনে আরও একটি কবিতা - বাসি সন্দেশকম বুদ্ধির কাজের লোক নিয়ে যেতে চায় বাড়ি, ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দেবে বলে। আমি জোর করলে খেয়ে নেয় এখানেই। আর যেহেতু আমি কম বুদ্ধির নই তাই, আমি জানি কিছুক্ষণ পরেই ওর মনে থাকবে না এসব কিছুই, তবু বাকি দিনটা ওর মনকেমন করবে অকারণ।

কবিতারা সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে নিয়ম মেনে।যেমন বদলে যাচ্ছে টাকার দাম বা খাবার অভ্যেস, অথবা আমার কাদামাটি থেকে সিমেন্ট বালির ঘর, কিংবা যেমন সবাই বদলে যাচ্ছে, লাল থেকে অতি লালে বা সর্বগ্রাসী কালোয়। তেমন করেই বুঝি। তবে এখনও আমি বিশ্বাস করি,একটা চূড়ান্ত দিনের আশাতেই হয়তো কবিতারা বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে হয় কবির ছায়া থেকে সরে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে, নতুন চিরকালের জন্য মুছে যাবে বলে। তারা তৈরি হচ্ছে একটা শেষ যুদ্ধের জন্য। -দ্যাখো দরজা বন্ধ করে ,কেমন করে বেঁচে আছে পৃথিবী, রোজ। কড়া নেড়ে চলে যায় কত জানা অজানা মানুষ। হয়তো বা হাওয়া। শিখে গেছি নব্য-স্বাভাবিক আমি, আমার এ পথ চাওয়া।-সভ্যতা নিঃসন্দেহে লুকোতেই শিখিয়েছে, সেই আদিম গুহামানবের দলটাকে যখন লাঙল হাতে সে, নামিয়ে দিল খেতের কাজে তখন তাদের দিয়েছিল কৌপিন। আর দিয়েছিল সম্মুখসমরের বদলে গুপ্তহত্যার মন্ত্র। তারপর তো কত সময় এগোল। তত্ত্ব বুঝিয়ে দিল আমার মৃত্যুর আসল কারণের বাইরে , একটা অন্য কারণও আছে, বা আসলে আমার মৃতুই হয়নি, শুধু ধাপায় পুড়ে গেছে আমার মতোই দেখতে একটা বেওয়ারিশ লাশ। আমি এখন অ্যালজোলামের মধ্যে ঢুকে পড়ে তোমার কপালে,হাত বুলিয়ে বলি --হে সভ্যতা ঘুমিয়েছে ।

— কবিতাগুলির মধ্যে রাজনীতির রং বদল, ভয়ঙ্কর করোনার মধ্যে অজানা স্থানে নিয়ে গিয়ে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে পুড়িয়ে দেওয়রা সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় । পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট কালের সব ঘটনার বিস্তারিত। তবে কবি অংশুমান তার কবিতায় চারপাশের সকল ঘটনাই তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের ভয় ভাঙার ঘটনা, তার নিত্য দিনের ভয় পাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে কিভাবে তার বৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে তা সুচারু রূপে বর্ণনা করেছেন। সমকালীন কবিতার এমনই সব বিষয় হওয়ায় মানুষ এগুলি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করতে পারেন। বানান বিধি নির্ভুল এবং ছাপা অত্যন্ত উচ্চমানের।

লুকিয়ে বাঁচার সময়
অংশুমান
সৃষ্টিসুখ প্রকাশন
মূল্য : ১২৫ টাকা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ

বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ নেতা-কর্মীরা। শনিবার সকাল থেকেই রতুয়া ২ ব্লকের মহারাজপুর এলাকার মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে তৃণমূলিদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের বর্ষীয়ান জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য শামসুল হককে কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির মোটা টাকা নিয়ে কাজ করেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় দলেরই একাংশ নেতা-কর্মীদের সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ।

শনিবার সকাল থেকে এই বিক্ষোভের জেরে মালদা-রতুয়ার রাজ্য সড়কের মহারাজপুর এলাকায় চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের সোচ্চার হন তৃণমূল পরিচালিত বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হকের অনুগামীরা। পরেই বিক্ষোভ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুখুরিয়া থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে দলের জেলা সভাপতির কাটমানি নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী তৃণমূলিরা।

উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিগত দিনে তৃণমূলের দখলে থাকা মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব সামলিয়ে এসেছেন রতুয়ার নির্বাচিত সদস্য শামসুল হক। কিন্তু এবারে সেই কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে শামসুল হককে সরিয়ে অন্যজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল বলে অভিযোগ। এবারে শামসুল হক মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভকারী তৃণমূল নেতা শামসুল হকের অনুগামীদের অভিযোগ, এতদিন ধরে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে এসেছেন শামসুল হক। তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই ঘটনার পিছনে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে। আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাই এদিন দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হক কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেননি।

মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানিয়েছেন, যারা এই অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্বের তালিকা তৈরি হয়েছে। এখানে আমাদের কোনো হাত নেই। কোনো একটা ষড়যন্ত্র এই ধরনের বিক্ষোভের পিছনে কাজ করছে। দলগতভাবে সেটি তদারকি করে দেখা হবে, প্রয়োজনে দল কঠিন ব্যবস্থা নেবে।

ব্লকের কৈমা ও মহুলি গ্রাম দুটিকে স্বজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করলেন পঞ্চায়েত প্রধান

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

স্বজল গ্রামের মর্যাদা পেল গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের দুটি গ্রাম, ব্লকের বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈমা ও মহুলি গ্রামকে স্বজল গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করল স্থানীয় প্রশাসন।

উল্লেখ্য, নির্মল গ্রামের পর এবার সরকারের লক্ষ্য স্বজল গ্রাম। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে নলের দ্বারা পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল, জল নিয়ে কোনও অসুবিধা থাকবে না। সেই মতো ইতিমধ্যে যে সব গ্রামে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। দূর হয়েছে পানীয় জলের সমস্যা সেইসব গ্রাম ঘোষিত হবে স্বজল গ্রাম হিসেবে।

প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে গোপীবল্লভপুর -২ ব্লকের শিবানন্দপুর, নাকীপাড়া, কইমা, পাল কইমা, মহুলি গ্রামগুলিকে স্বজল গ্রাম ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কৈমা, মহুলি গ্রামকে স্বজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করলেন বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা রায়। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এক বিশেষ সভার মধ্য দিয়েই স্বজল গ্রাম ঘোষণা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা রায়, ব্লক প্রজেক্ট মেনেজার রীতা দাস দত্ত, আইইসি এক্সপার্ট মৈনাক চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

একই পরিবারের ৩ জনকে মারের অভিযোগ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পঞ্চায়েতের নির্দেশে এক ঘরে হয়ে থাকা পরিবার কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের হাসানহাটি গ্রামে খাবার জল আনতে গিয়ে প্রতিবেশীদের হাতে আক্রান্ত হলেন একই পরিবারের তিনজন।

এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কালনা থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে।হাসানহাটি গ্রামের বাসিন্দা লদী মান্ডির সঙ্গে তাঁর বোনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে বছর তিন চারেক আগে। তারপর থেকেই পাড়ায় এক ঘরে তাঁরা। দাবি, কোনও ভাবেই জল পায় না ওই পরিবারটি। ফলে এক কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে যেতে হয় তাদের।

অবশেষে পঞ্চায়েতের দারস্থ হয়ে গত মঙ্গলবার একটি সালিশি সভার মধ্যে দিয়ে ঠিক হয় গ্রামের মধ্যে থেকে তারা জল নেবে। সেই মতো শুক্রবার সকালে লদী মান্ডির স্বামী শুকলাল মান্ডি জল আনতে গেলে, তাঁকে প্রতিবেশীদের কয়েকজনমারধর করেন বলে অভিযোগ। তাঁর ছেলে বিকাশ মান্ডি তাঁকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মাকেও মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনায় স্থানীয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আক্রান্তরা। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি।যাঁদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন,লদী মান্ডির স্বামী কলে জল নিতে এসেছিলেন। সেই সময় পাড়ার মহিলারাও জল নিচ্ছিলেন। তিনি আগে নিতে যান এবং বালতি ফেলে দিলে মহিলাদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়, ঠেলাঠেলি হলে তিনি পড়ে যান। তাঁকে কোনও রকম মারধর করা হয়নি। বর্তমানে আহতরা সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: জন্মদিনের নাম করে নাবালিকাকে চুঁচুড়ায় ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগে তার তিন বন্ধু ও হোটেল ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের ধারা দেওয়ার পাশাপাশি পকসো আইনেও রুজু হয়েছে মামলা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়াতে। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে।

অভিযোগ, জন্মদিনের পার্টি আছে বলে বাড়িতে মেয়েকে ডাকতে এসে বলেছিল বন্ধু। ভরসা করে মেয়েকে ছেড়েও দিয়েছিলেন মা-বাবা। কিন্তু, রাত গভীর হলেও মেয়ে ঘরে ফেরেনি। তারপরই পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার। শেষে শহরের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার নাবালিকা। ঘরে ফিরে নাবালিকা জানাল তার ওপর যৌন নির্যাতন করেছে তার বন্ধুরাই। পুলিশে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ। অভিযোগ পেয়েই তিন বন্ধু-সহ হোটেল ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

স্কুলের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের পদধূলি ধন্য খানাকুলে বইমেলা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি:

ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে কোনও বইমেলা না হওয়ায় চাপা ক্ষোভ ছিল বুদ্ধিজীবী মহলে। কয়েকশো দশকের সেই ক্ষোভ প্রশমিত হতে চলেছে একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের হাত ধরে। আরামবাগ মহকুমার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল হল খানাকুল অতুল বিদ্যালয়। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে সামনে রেখে বইমেলা করতে চলেছে। আর সেই নিয়েই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য একটি প্রেসমিট করলেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরে কয়েক দশক কেটে গেলেও রাজা রামমোহন রায়ের পদধূলি ধন্য খানাকুল বিধানসভায় সেই ভাবে কোনও বই মেলা হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৯০ এর দশকে এলাকার বুদ্ধিজীবী মানুষ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে বইমেলা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ও নানা গোলযোগের জন্য বইমেলা হয়নি। গত আট-দশ বছর আগে খানাকুল মাঠে তৎকালীন বিডিওর উদ্যোগে একবার বইমেলা হয়। তারপরেও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তাই এলাকার মানুষের মধ্যে একটা আপশোস রয়ে গিয়েছিল। অথচ আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গোঘাট ও আরমবাগ ব্লকে প্রত্যেক বছর বইমেলা হয়। খানাকুল বিধানসভায় বইমেলা না হওয়ায় একদিকে যেমন বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভ ছিল, তেমনি বইপ্রেমী মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা চাইছিলেন যাতে যেকোনো উপায়ে বইমেলা হোক। এলাকার দীর্ঘদিনের মানুষের দাবিকে মান্যতা দিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলায় খুশি এলাকার আপামর জনতা। এই বইমেলার উদ্বোধন হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কলকাতার বিভিন্ন নামী প্রকাশক তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবেন বলে জান যায়। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে প্রথম এই বইমেলা হওয়ায় উন্মাদনা দেখা দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও। প্রেসমিটের মাধ্যমে খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, বইমেলাটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে। এছাড়াও বইমেলায় উপলক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করছি, খানাকুলের মানুষজন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বইমেলাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে। নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বইমেলা করা হবে।

পেট্রোল পাম্পে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার

বুবুন মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: সালানপুর থানার জেমারি পেট্রোল পাম্পে গুলি চালিয়ে নম্বরবিহীন স্কুটিতে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাফল্য পেল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটর পুলিশ।

তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে দু'জনকে স্কুটি সহ গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার যৌথ অভিযানে সালানপুর থানা ও বাঁকুড়া থানার পুলিশ কুলটি থানার নিয়ামতপুরের নিষিদ্ধ পল্লি এলাকা থেকে এই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে । এখনো পলাতক থাকা তাদের তৃতীয় সঙ্গীর খোঁজ সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে সালানপুরে গুলি চালানোর ঘটনার পর থেকেই পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজ করছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দু'জন হল সোহন সিং ওরফে ছোটকা ও প্রতাপ দাস ওরফে পেওউ। তারা আসানসোল ও কুলটি থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে পুলিশ ঘটনায় ব্যবহার করা ওই স্কুটি ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। আরো জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে প্রতাপ দাস গত ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ায় একটি গুলি চালানোর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই ঘটনায় বাঁকুড়া পুলিশ তাকে খুঁজছিল। শনিবার ঘটনা তদন্তের জন্য প্রতাপকে নিয়ে যায় বাঁকুড়া পুলিশ। যে স্কুটিটি তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সেটি বৃহস্পতিবার সালানপুরে পেট্রোল পাম্পে গুলি চালিয়ে পালানোর সময় ব্যবহার করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ভাঙাচোরা বিক্রির দোকানে আধার কার্ড, পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুরনো ভাঙা সামগ্রী বিক্রির গুদাম থেকে মিলল বেশ কিছু আধার কার্ড। দোকান মালিক ফোন করে উপভোক্তদের পৌঁছে দিলেন কার্ড। বাকি কার্ড পৌঁছে দিলেন পোস্ট অফিসে। বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় ও কার্ড হোল্ডারেরা পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের টাকি রোডের ধারে দন্ডিরহাট এলাকায়। বিক্রির দোকানের গুদামে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর আধার কার্ড মেলায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার দোকানে গুদামে পুরাতন বই, খাতা, লোহার স্তূপ থেকে আধার কার্ড খুঁজে পেয়ে ওই ব্যবসায়ী কার্ডে থাকা ফোন নম্বরে ফোন করে কার্ড বিলি করেন। এবং প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। এরপরই এলাকার মানুষ গুদামে খোঁজাখুঁজি করে আরও কার্ড পান। আধার কার্ড হয়রানি নিয়ে বারবার প্রশ্ন চলেছে আমজনতা। এবার তারই সাক্ষী রইল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের দন্ডিরহাট পোস্ট অফিস। টাকি রোডের দন্ডিরহাট এলাকায় ভাঙাচোরা বিক্রির গুদামে যত্রতত্র নাম ঠিকানা সহ আধার কার্ড পড়ে থাকতে দেখে চক্ষু চড়ক গাছ স্থানীয় মানুষদের। ব্যবসায়ীকে পুরনো বই খাতা লোহা ভাঙাচোরা ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে গেছে। সেই সরঞ্জামের মধ্যে মিলছে আধার কার্ড। বসিরহাট-১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন ঠিকানায় একাধিক আধার কার্ড পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছে সাধারণ উপভোক্তা।

জলাশয় থেকে এক যুবকে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত নিবেদিতা পল্লি ন'পাড়ায় একটি জলাশয় থেকে এক যুবকে মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার। মৃত যুবকের নাম সৌরভ বণিক, বয়স ৩২, বাড়ি বারাসত বিজয়নগরে। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার থেকে সে নিখোঁজ ছিল। বারাসাত থানায় ছেলে নিখোঁজ বলে অভিযোগও জানানো হয়। ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানায় পরিবার। তবে এই মৃত্যু নিয়ে পরিবার সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের দাবি, তাদের ছেলেকে কেউ মেরে এই জলাশয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। পরিবারের দাবি, সৌরভকে কেউ অপহরণ করতে পারে, তারপর যখন থানা পুলিশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ে প্রচার হয়, সেই ভয়ে হয়তো খুন করে তাকে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি যেন সঠিক তদন্ত হয় এবং যারা অভিযুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি হয়।

গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেল লম্বা কাঁটাযুক্ত লেজবিশিষ্ট প্রাণীকে!

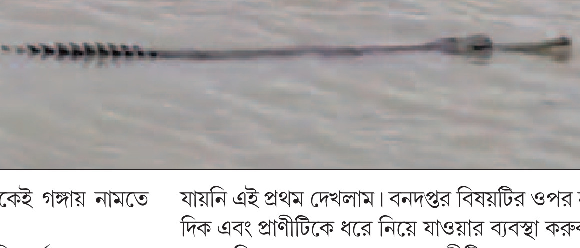

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলিতে কুমিরের আতঙ্ক! হুগলির হিন্দমোটর উত্তরপাড়া এলাকার গঙ্গায় লম্বাটে একটি প্রাণীকে গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেল শুক্রবার। হিন্দমোটর বিবি স্ট্রিট ঘাট এলাকায় গঙ্গায় ভেসে থাকতে দেখা যায় একটি লম্বা কাঁটাযুক্ত লেজবিশিষ্ট প্রাণীকে। এর আগে কোনদিনও দেখা যায়নি বলেই দাবি। গত দু'-তিনদিন ধরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে কুমিরের। এর ফলে অনেকেই গঙ্গায় নামতে ভয় পাচ্ছেন।

বালি থেকে শুরু করে শেওড়াফুলি পর্যন্ত গঙ্গার পার এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।বিষয়টি প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে আসা এক বাসিন্দাপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'আজকে দেখলাম গঙ্গার কাছাকাছি একটি কুমির ভাসছে। ঘাটে অনেকেই স্নান করেন। অনেকেই আজ এই ভয়ে গঙ্গায় নামছেন না। ছোটবেলা থেকে গঙ্গায় স্নান করছি, কোনওদিন দেখা যায়নি এই প্রথম দেখলাম। বনদপ্তর বিষয়টির ওপর নজর দিক এবং প্রাণীটিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক।'

এদিন জলচর চতুষ্পদ প্রাণীটিকে দেখে ভয়ে শিবতলা শ্মশান ঘাটে স্নান করতে নামতে চাননি অনেকেই। স্থানীয় পুরসভা প্রশাসন থেকে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয় প্রাণীটি কুমির না ঘড়িয়াল, তা খতিয়ে দেখার জন্য। ওটি ঘড়িয়াল না কুমির, তা এখনও জানা যায়নি।প্রসঙ্গত, হুগলির বলাগড়ের চর খয়রামারি এলাকায় এক সময় অনেক ঘড়িয়ালের দেখা মিলত।এখন তা বিলুপ্ত প্রায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Wanted

Applications are invited from eligible candidates for appointment to the following posts:- Assistant Professors in the following subjects: Foundation, History, and Life Science for B.Ed. Qualification:- as per NCTE norms. Contact the Secretary, Purba Medinipur G.K. College of Education. Vill- Purbachara, P.O.- Tikashi, P.S.- Khejuri, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721430 within 10 days along with bio-data and all necessary documents (EMAIL- gkcollegeofeducation@gmail.com)
Contact no: **9143883184 / 6295702357**

SBI **এসবিআই রবীন্দ্র সরণি শাখা (০৩২৩১)**
২৪৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা, পিন-৭০০০০৭
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রবীন্দ্র সরণি শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৫.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	মোট ওজন ১৮.১০০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৭০০ গ্রাম	১ লকেট সহ চেন
২.	২৫.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	মোট ওজন ১৬.৫৭০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.২৫০ গ্রাম	১ সোনার চেন

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুকো বैंक UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
বালি ব্রাঞ্চ, ২/৪, জে এন রায় রোড, পো. বালি।
থানা - বালি, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১ ২০১
ফোন : ০৩৩-২৬৫৪-১৬৬৩
ইমেল : bally@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইউকো ব্যাঙ্ক, বালি ব্রাঞ্চ** ২০০২ (২০০২ নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে **২২.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স ব্লু বেলস ডেয়ারি, **অংশীদারগণ :** ১. শ্রীমতি জ্যোতি সিং, স্বামী শ্রী অরবিন্দ সিং, ২. শ্রীমতি সংগীতা সিং, স্বামী শ্রী আনন্দ সিং, ৩. শ্রী কমলা প্রসাদ সিং, পিতা রাম সোচ সিং ঠিকানা - ৬৩০, রবীন্দ্র সরণি, বাগবাজার, পো. বাগবাজার, কলকাতা - ৭০০ ০০৩, ৪. শ্রী বিনয় সিং, পিতা লাল সাহেব সিং, ৩০/২৫, মালদহিয়া বারাণসী, বারাণসী ক্যান্ট, উত্তরপ্রদেশ, ২২১০০২, ৫. শ্রী লাল সাহেব সিং, পিতা রাজ বাহাদুর সিং, মালদহিয়া, আশাপুর, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, ২২১০০২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৪৮, ৫৮১.১৫ টাকা (বাইশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো একাশি টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা ০৮.০৬.২০২৩ অনুযায়ী হিসেবকৃত সুদ ২৮.০২.২০২৩ পর্যন্ত এবং** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং শুল্ক সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে**।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২০, ৮১,৬২০.১৫ টাকা (কুড়ি লাখ একাশি হাজার ছশো কুড়ি টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা ২৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং ২৮.০২.২০২৩ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ একর ৩৫ শতক বর্তমানে নির্মীয়মান পরিকাঠামো আরএস দাগ নং ৫৩০ এবং ৫৩১, এলআর দাগ নং ৯০২ এবং ৯০৩, আরএস খতিয়ান নং ৬৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৩৬, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - অভয়নগর, পো-অভয়নগর, থানা-নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া- ৭১১২০৫, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস -হাওড়া উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৬/১৯৬৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৯, শ্রী কমলা প্রসাদ সিং এর অনুকূলে নথিভুক্ত।
২) **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বালি খাল, **দক্ষিণে :** রাম সাউদ সিং এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** জগন্নাথ সিংয়ের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** গঙ্গা সিংয়ের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ- ১৭.০৯.২০২৩, স্থান- অভয়নগর, হাওড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৯.১০.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিত যা বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত মতে :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স বীণা অষ্টমী ড্রেসেস** স্বত্বা.- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি, ১৪সি, রাইপুর রোড, পো - রিজেন্ট এস্টেট,কলকাতা- ৭০০০৯২ **শ্রীমতি সুমিত্রা গিরি**, ১৪সি, রাইপুর রোড,পো - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা- ৭০০০৯২ **শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি** ১৪সি, রাইপুর রোড, পো - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা- ৭০০০৯২ **শাখা :** মুকুল বোস রোড	**বন্ধকদত্ত সম্পদ:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ভবন মেজেনাইন ফ্লোর সহ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩১ বর্গফুট বা ২.৪৮ কাঠা অবস্থিত মৌজা- রাইপুর, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৫৬, দাগ নং ৮৩, খতিয়ান নং ৩১০, প্রেমিসেস নং ১৪সি, রাইপুর রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার অধিক্ষেত্র অধীন, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৯২। জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং । ১-২৬৭২ অনুযায়ী শ্রীমতি সুমিত্রা গিরির নামে সমুদয় সম্পত্তি। নিম্নোক্ত মতে **চৌহদ্দি :- উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১৪এ, রাইপুর রোড, **দক্ষিণে :** ২/৪ শ্রী কলোনি, **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ১৪ ফুট চওড়া কে এম সি রোড সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫২,৮৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,২৮,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30011479677 ছ) **৯৩,৬৯,২৬৩.০০ টাকা** (তিরানব্বই লাখ উনসত্তর হাজার দুশো তেষট্টি টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ১৯.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফরকে তীবর ভাষায় কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে শিল্পের ঘোষণা করার কী প্রয়োজন আছে তা তার জানা নেই। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতাতে দাঁড়িয়ে কিংবা ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তে দাঁড়িয়েই শিল্পের ঘোষণা করতে পারেন।'

তাঁর দাবি, তিনি আশা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্পেনে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলার পর সেখানকার শিল্পপতিরা হয়তো বলবেন, তাঁরা বাংলায় ইস্পাত কারখানা বা শিল্প গড়বে বা খেলাধুলোর জন্য অ্যাকাডেমি গড়বেন।কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন।কখনও পায়ে প্লাস্টার বেঁধে সকলকে বোকা বানাচ্ছেন। আবার এখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যেয়কে দিয়ে স্পেনে গিয়ে শিল্পের কথা ঘোষণা করিয়ে রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন।কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পপতি নন, তিনি একজন ক্রিকেটার। সবে হয়তো শিল্পপতিতে রূপান্তর হচ্ছেন। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।যার জন্যই বাংলার মানুষ কাজের খোঁজে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে কাজে যাচ্ছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে তাঁর দাবি, বাংলার মানুষের কাছে একটি ভুল ধারণা যেটি হল বাংলায় প্রথম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হয়েছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের অনেক আগে মধ্যপ্রদেশ সরকার লাডলি বেহেনা নামের প্রকল্প চালু করেছিল। সেই প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রদেশ সরকার ওই রাজ্যের প্রতিটি মহিলাকে ১২৫০ টাকা করে প্রদান করছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মহিলারা পান ৫০০ টাকা। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী যতই দাবি করুক যে তিনি বাংলায় প্রথম লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছেন, আর এই ধরনের প্রকল্প রাজ্যের কোথাও নেই। তাঁর দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ ইতিহাস ঘাটলে তার আগে মধ্যপ্রদেশে এই ধরনের প্রকল্প চালু হয়েছে দেখা যাবে। তাঁর দাবি বিজেপি শাসিত হরিয়ানা রাজ্যে ৬০ বছর পূর্ণ হলেই তাঁকে ২৫০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। হরিয়ানার সরকারি চাকরি করে না এমন যেকোনও পুরুষ এবং মহিলা ৬০ বছর অতিক্রম করলেই তাঁকে হরিয়ানা সরকার ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেয়।

শনিবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বর্ধমানে আসেন। শনিবার সকালে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন। তার পরেই 'আমার মাটি আমার দেশ' কর্মসূচির সূচনা করেন। জানা গিয়েছে,'এক দেশ এক নির্বাচন' চালু করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এইবিষয়ে চলতি মাসে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই সুকান্ত মজুমদার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দেবেন।

তার আগেই বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন। মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে মন্দির সংলগ্ন মাছ বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন সুকান্তবাবু। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা,বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্তবাবু জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্তিতে অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে দিল্লিতে যে রাস্তার নাম এতদিন রাজপথ ছিল, বর্তমানে কর্তব্য পথ হয়েছে। সেই পথের পাশেই অমৃত বাটিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই অমৃতবাটিকাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত বাটিকাতে রেখে, সেই অমৃত বাটিকাতে ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্লক থেকে একটি করে গাছ রোপণ করা হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর বর্ধমানে আসা।

সেই কর্মসূচি শুরু করার আগে বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে তাঁদের বাড়ির মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই মাটি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পৌঁছনো হবে।

কলেজ ছাত্রী ও প্রেমিককে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দিরবাজার: এক কলেজ ছাত্রী ও তাঁর প্রেমিককে প্রকাশ্যে একটি রিসর্টের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এলাকার একটি কারখানার গোডাউনে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। সেই সময় ছাত্রীর প্রেমিককেও পাশের একটি ঘরে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার থানা এলাকায়।

অভিযোগ, এই দুই যুবক এলাকায় তৃণমূল করায় তাঁদেরকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে এই ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করে মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিক পুলিশ। বুধবার দুপুরে ঘটনার পর বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন ছাত্রী। ছাত্রীর মুখে ঘটনার কথা শুনে গভীর রাতে ছাত্রীকে নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন মন্দিরবাজার থানার দ্বারস্থ হয়।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত দুই যুবক ইউনুস হালদার ও সাহারুল হালদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রথম বর্ষের ওই কলেজ ছাত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ নির্যাতিতা ছাত্রীর প্রেমিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালেও অভিযুক্ত দুই যুবককে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। অভিযুক্তরা এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় ছাত্রী ও তাঁর পরিবারকে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য লাগাতার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকী ছাত্রীর নগ্ন ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতা ছাত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। তাঁদের সকলের অভিযোগ, অভিযুক্তরা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগ, উড়িয়ে তৃণমূল বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। আমার এলাকায় যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি থেকে মন্দিরবাজার মোড়ে ব্যাংকে এসেছিলেন ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রী। এরপর সেখান থেকে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে শঙ্করপুরে রিসর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রকাশ্যে ইউনুস হালদার ও সাহারুল হালদার ছাত্রী ও তাঁর প্রেমিককে হুমকি দিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় সেকেন্দারপুরের মোড়ে একটি কারখানার গোডাউনে আটকে রেখে দুষ্কর্ম চালায় বলে অভিযোগ।

চোর সন্দেহে নৈশপ্রহরীকে গণপিটুনি, মৃত্যুতে তুমুল চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর দিনাজপুর: গাছে বেঁধে গণপিটুনির জেরে মৃত্যু হল পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোর। খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার। মৃত যুবকের নাম পল্টু ওরাওঁ, বয়স ২৫ বছর। স্থানীয় ধরমপুর (২) পঞ্চায়েতের রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় নৈশপ্রহরী। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ১-এর ইলোয়াবাড়ি এলাকার ঘটনা। শনিবার সকালে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ। মৃত ব্যক্তি স্থানীয় একটি প্লাই মিলে নিযুক্ত ছিলেন। ঘটনাস্থলে পাঞ্জিপাড়ার ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর এলাকায় একটি প্লাই মিলে কর্মরত ছিলেন। নৈশপ্রহরীর কাজ রোজকার মতো শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজের উদ্দেশে যান। কিন্তু রহস্যজনকভাবে মধ্যরাতে ওই নৈশপ্রহরীকে গুরুতর জখম অবস্থায় ইলোয়াবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শনিবার সকালে যুবকের মৃত্যু হয়।

চাকরির নামে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তরুণীর থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্মার্ট ভ্যালু নামের একটি বেসরকারি সংস্থায় অনলাইন কাজ দেওয়ার নাম করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক তরুণীর কাছ থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগে এক যুবককে বেঁধে রেখে পরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সদর থানার আঁধারথোল গ্রামে। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ সামিরুল নামের ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। দেওয়া টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে সামিরুল নামের এক যুবক আঁধারথোল গ্রামে গিয়ে নিজেকে স্মার্ট ভ্যালু নামের একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী হিসাবে পরিচয় দেন। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের মানুষকে সামিরুল বলেন তাঁদের সংস্থা এলাকার তরুণ তরুণীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি দিতে চায়। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে বাড়িতে বসেই অনলাইনে কাজ করে সেই চাকরি করতে পারবেন ইচ্ছুকরা। তবে তার জন্য প্রথমে মাথাপিছু ১৫ হাজার দিতে হবে সংস্থাকে।

অভিযোগ,সামিরুলের দেওয়া সেই টোপ গিলে গ্রামের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক তরুণীর পরিবারের তরফে দশ হাজার টাকা সামিরুলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতকাল বকেয়া ৫ হাজার টাকা নিতে সামিরুল গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা প্রতারণার অভিযোগে সামিরুলকে প্রথমে গ্রামের আটচালার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ গ্রামে গিয়ে সামিরুলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, চাকরি দেওয়ার নাম করে একটি চক্র এইভাবে গরিব তরুণ তরুণীদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাতের ছক কষেছে। এই চক্রে একা সামিরুল নন, আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছেন বলেও গ্রামবাসীদের দাবি। গ্রামবাসীদের দাবি, চাকরির নাম করে নেওয়া টাকা অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওই তরুণীকে। ঘটনায় আটক হওয়া সামিরুল প্রতারণার অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর দাবি বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য নয় স্মার্ট ভ্যালু সংস্থার তরফে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতে আঁধারথোল গ্রামে গিয়েছিলেন তিনি

পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন, চালসা: পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গল। শনিবার জঙ্গল খোলার প্রথমদিনেই সাত সকালেই জঙ্গল সাফারি করতে ভিড় জমালেন পর্যটকরা।

বন্যপ্রাণীদের প্রজননের কারণে প্রতিবছরের মতই টানা তিন মাস বন্ধ ছিল ডুয়ার্সের জঙ্গল। তিনমাস পর শনিবার জঙ্গল ভ্রমণে বেরিয়ে বন্যপ্রাণী দেখে খুশি পর্যটকরা। তবে জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্যটকদের অন্যবারের তুলনায় এবার কিছুটা বেশি টাকা গুনতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রেও গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। তবে তারপরও পর্যটকদের ভিড় প্রথমদিনেই। ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টে পর্যটকদের বুকিং আসতে শুরু করেছে। তিনমাস পর পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশাবাদী এই মরশুমে হয়তো ভালো ব্যবসা হবে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর জুন মাসের ১৬ তারিখ থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্সের গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া সহ বিভিন্ন জঙ্গল। কেননা বর্ষাকাল বন্যপ্রাণীদের প্রজননের জন্য বন্ধ থাকে জঙ্গল।

চিকিৎসা করাতে গিয়ে নার্সিংহোমের মালিক ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে রোগী ও পরিজনকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চিকিৎসা করাতে গিয়ে নার্সিংহোমের মালিক ও ম্যানেজারের মার খেয়ে রোগী ও রোগীর এক আত্মীয়গুরুতর জখম হলেন বলে অভিযোগ। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুরের একটি নার্সিংহোমে। ঘটনায় আহতরা কোতুলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে নার্সিংহোমের মালিক ও ম্যানেজারের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

রোগীর পরিবারের দাবি, আগে একাধিকবার রোগীর পরিজনদের সঙ্গে ঝামেলা ও পরিজনদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুরের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। ফের সেই একই ধরনের অভিযোগ উঠল ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, কোতুলপুর ব্লকের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল মল্লিকের আত্মীয় তনুজা বিবি অসুস্থ থাকায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান কোতুলপুর ব্লকের সরিষাদিঘি এলাকায় থাকা ওই নার্সিংহোমে। নির্দিষ্ট একজন চিকিৎসককে দেখানোর জন্য বৃহস্পতিবার নার্সিংহোমে ৩০০ টাকা দিয়ে টোকেন কাটেন। নার্সিংহোমের তরফে বলা হয় বৃহস্পতিবার রাত ১০ টায় চিকিৎসক রোগীকে দেখবেন। এরপর থেকে সময় বদলাতে থাকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে রোগীকে দেখার কথা থাকলেও পরে তা শুক্রবার সকাল ১০ টায় সময় ধার্য হয়। এরপর সময় বদলে দুপুর ২ টা ও আরও পরে বিকেল ৪ টেয় রোগী দেখার কথার জানানো হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয় নির্দিষ্ট ওই চিকিৎসক অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা করে চলে গিয়েছেন। এই অবস্থায় রোগীর পরিজনেরা চাইলে অন্য চিকিৎসক দেখাতে পারেন নতুবা দেওয়া টাকা ফেরৎ নিতে পারেন। অসুস্থ রোগী কষ্টে ছটফট করতে থাকার পরও নার্সিংহোমের এই ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজনেরা বাগবিতণ্ডায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

অভিযোগ, এই সময় নার্সিংহোমের মালিক ও ম্যানেজার তনুজা বিবির আত্মীয় নজরুল মল্লিককে বেধড়ক মারধর করেন। বাধা দিতে গিয়ে তনুজা বিবিও আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। পরে পরিবারের অন্যান্যরা দু'জনকেই স্থানীয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কোতুলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে আহতদের পরিবার। নার্সিংহোমের মালিক সৈয়দ আশরফ হোসেন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ। তিনি টেলিফোনে জানান, এই ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ যুক্ত নয়। ওই রোগী ও রোগীর পরিজনেরা উল্টোপাল্টা কথা বলায় অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাই তাঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি।

বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রের নাম স্বামী বিবেকানন্দের নামে, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রাজ্যে বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর হাওড়া বেশ কয়েকটি এলাকায় জোর দেওয়া হয়েছে গত পঞ্চায়েতে ফেলে রাখা কাজের উপর। এর মধ্যে অন্যতম নির্মল বাংলার কাজ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট বা কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। হাওড়ার শ্যামপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়ায় শুক্রবার উদ্বোধন করা হয়েছে একটি কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপন কেন্দ্রের। যার নামকরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ওই এলাকায়। কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপন কেন্দ্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্জ্য পদার্থ এনে রাখা হবে এই কেন্দ্রটিতে এবং তা থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য বাছাই করে পাঠানো হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর সেখান থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বেরিয়ে যেমন আসবে প্লাস্টিক -তেমনি তৈরি হবে জৈব সার। এক নজরে দেখতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ধরনের বর্জ্য পদার্থ এই ব্যবস্থাপন কেন্দ্রে ফেলা হবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাপন কেন্দ্রের নামকরণকে ঘিরে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতেই পারেনি শ্যামপুরবাসী। এই নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন স্তরে ইতিমধ্যেই খিল্লি করতে শুরু করেছে বিরোধী বিজেপি ও বামেরা। জানা গিয়েছে শ্যামপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়ায় উদ্বোধন হয়েছে এই বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রটি। নামকরণ করা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের নামে।

হিসাব-বহির্ভূত আয়ের জন্য কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত কনস্টেবলের নাম মনোজিৎ বাগীশ। বোলপুর থানায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হদিস পান রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। এর পর শনিবার মনোজিৎকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খোদ কনস্টেবলের গ্রেপ্তারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশের একটি সূত্রে খবর, আগে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তার আগে তিনি ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ এবং রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই কনস্টেবলের মোট আয় হওয়ার কথা ১০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

বাঁকুড়া শুট আউট কাণ্ডে ১০ দিন পর গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহর লাগোয়া কেশিয়াকোল এলাকায় শুট আউট কাণ্ডে ঘটনার দশ দিন পর গ্রেপ্তার হল প্রতাপ দাস নামের এক দুষ্কৃতী। আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের সহায়তায় গতকাল আসানসোল থেকে এই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়া পুলিশ। দশ দিন পর এক দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হলেও দ্বিতীয় দুষ্কৃতী এখনও অধরা। শুট আউটের মোটিভ নিয়ে এখনও ধন্দে বাঁকুড়া পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর জামিন পেয়ে বাঁকুড়া সংশোধনাগার থেকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরছিল সাদ্দাম শেখ। বাঁকুড়া শহর লাগোয়া কেশিয়াকোল এলাকায় গাড়ি পৌঁছতেই পিছন থেকে একটি বাইকে দুজন দুষ্কৃতী এসে সাদ্দাম শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি চালাতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাদ্দাম শেখ পালিয়ে গেলেও, গাড়িতে থাকা তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে নিজেদের বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশ শহর জুড়ে নাকা চালু করায় বাঁকুড়া শহরের কেরানিবাঁধ এলাকায় বাইকটি ছেড়ে পাবলিক বাসে চেপে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। পরে বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার দশ দিন পর গতকাল বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল থেকে প্রতাপ দাস নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়া পুলিশ।

পুলিশের দাবি, ধৃত প্রতাপ দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে ঘটনার দিন বাইক চালাচ্ছিল ওই প্রতাপ দাস। ঘটনার দিন প্রতাপ দাস নিজে গুলি না চালালেও তার কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ জেনেছে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করা প্রতাপ দাস পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ার বাসিন্দা। কিন্তু সম্প্রতি আসানসোল হাসপাতালের কাছাকাছি এলাকায় বাস করত প্রতাপ। প্রতাপকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দ্বিতীয় দুষ্কৃতীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এর পাশাপাশি গোটা ঘটনার মোটিভ জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসাথীর অ্যাপ্রুভাল না পেয়ে রোগীকে আটকে রাখায় মৃত্যুর অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও রোগীর কাছে চিকিৎসার জন্য টাকা চাওয়া এবং স্বাস্থ্যসাথীর অ্যাপ্রুভাল না মেলায় রোগীকে অন্যত্র চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে না দেওয়ার অভিযোগে উত্তাল হল বাঁকুড়ার একটি নার্সিংহোম। শনিবার সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় ওই রোগীর মৃত্যু হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নার্সিংহোমে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের পুনিশোলের বাসিন্দা বছর ৬২ র পার্শ্বলা মণ্ডল পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। রোগীর পরিবারের দাবি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তি নিলেও, ভর্তির পর থেকেই রোগীর পরিজনদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাইতে থাকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। গতকাল রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরিজনরা রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়।

রোগীর পরিজনদের দাবি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অ্যাপ্রুভাল না আসায় রোগীকে নার্সিংহোম থেকে ছাড়তে চায়নি কর্তৃপক্ষ। এদিকে শনিবার সকালে ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হলে নার্সিংহোমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, রোগীর পরিজনেরা ভাঙচুর চালায় নার্সিংহোমে। খবর পেয়ে নার্সিংহোমে যায় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিজনদের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

নার্সিংহোমের দাবি, ওই রোগীর ক্ষেত্রে কোনও টাকা দাবি করা হয়নি। রোগী আটকে রাখার অভিযোগও অস্বীকার করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোমের পালটা দাবি, রোগীর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নার্সিংহোমই রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু রোগীর পরিজনেরা তা করেনি।

সংক্রমণের হার কম হলেও মৃত্যুহার বেশি

নিপার ভ্যাকসিন তৈরিতে তৎপর আইসিএমআর

তিরুঅনন্তপুরম, ১৬ সেপ্টেম্বর: ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মস্তিষ্ক, চলে যেতে পারেন কোমাতেও! কেরলে নিপা ভাইরাস ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে আতঙ্ক। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬-এ। এরমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২ জন রোগীর, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪। জানা গিয়েছে, নিপা ভাইরাসের এই স্ট্রেইন বাংলাদেশি ভ্যারিয়েন্ট। এই ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমণের হার কম হলেও, মৃত্যুহার অনেক বেশি। নিপা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগের কথা জানাল আইসিএমআর। এই ভাইরাসে আক্রান্তদের মৃত্যুর হার কোভিডের থেকে বেশি বলে জানিয়েছেন সংস্থার প্রধান রাজীব বাহল। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের মৃত্যু হার কোভিডে থেকে ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ বেশি। এটা এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে, পরিস্থিত ভয়ানক হতে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেন।

ফলে নিপা ভাইরাসকে ঘিরে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা বেড়ে চলেছে। এরইমধ্যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর-র তরফে জানানো হল, নিপা ভাইরাস প্রতিরোধে ভ্যাকসিন তৈরির কাজ চলছে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া থেকেও মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আনানো হচ্ছে।

কেরলে নতুন করে একবার নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তেই চরম সতর্কতা অবলম্বন করেছে কেরল সরকার। ইতিমধ্যেই আক্রান্তদের কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১০৮০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ৭৭ জন হাই-রিস্ক ক্যাটেগরিতে রয়েছেন। শুক্রবারই আইসিএমআরের তরফে জানানো হয়, নিপা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আনানো হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ২০ ফাইল মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আনা হচ্ছে। আইসিএমআরের ডিজি রাজীব বহেল বলেন, 'সংক্রমণের প্রাথমিক স্তরেই এই অ্যান্টিবডি দেওয়া প্রয়োজন। এখনও অবধি ভারতে কাউকে নিপার চিকিৎসায় মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়নি।'

প্রসঙ্গত, নিপা ভাইরাসের এখনও কোনও স্বীকৃত চিকিৎসা নেই। সাধারণ জ্বরের চিকিৎসাই করা হয়। সংক্রমণ গুরুতর আকার ধারণ করলে, সে ক্ষেত্রে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহার করা হতে পারে। করোনার থেকেও নিপা ভাইরাস অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বলে জানান আইসিএমআরের ডিজি। তিনি বলেন, 'যেখানে করোনায় মৃত্যুহার ছিল ২ থেকে ৩ শতাংশ, সেখানেই নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার অনেক বেশি, প্রায় ৪০ থেকে ৭০ শতাংশদ। তিনি জানান যে নিপা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।

উরিতে ৩ জঙ্গিকে খতম করল সেনা

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর: জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগের সংঘর্ষ এখনও চলছে। তার মধ্যেই শনিবার বারামুলায় জঙ্গিদের সঙ্গে নতুন করে গুলির লড়াই শুরু হয় সেনার। সেনা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গি শনিবার ভোরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে হাতলাঙ্গা নালা দিয়ে উরিতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই অনুপ্রবেশেরে চেষ্টা ভেস্তে দেয় সেনা।

সেনা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গি ওই নালা দিয়ে গোপন ডেরায় ঢোকার চেষ্টা করছিল। খবর পেয়েই তল্লাশি অভিযানে নামে সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহনী। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জঙ্গিরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় যৌথবাহিনীও। বেশ কিছুক্ষণ গুলির লড়াই চলে দু'পক্ষের মধ্যে। সেই সংঘর্ষে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে। তৃতীয় জঙ্গি গুরুতর জখম হয়েছে। দুই জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে। জখম জঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্রের দাবি। ওই জঙ্গির দেহ উদ্ধার করতে যেতেই নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে পাকবাহিনীর চৌকি থেকে গুলি চালানো হচ্ছে বলে সেনা সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, তারা খবর পেয়েছিল বারামুলায় বেশ কয়েক জন জঙ্গি আশ্রয় নিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পাওয়ার পরই হাতলাঙ্গা নালা এবং তার আশপাশের এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। সেই সময় বাহিনী দেখে কয়েক জন জঙ্গি ওই নালায় লুকিয়ে রয়েছে। যৌথবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলায় জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। যদিও এ যাত্রায় জঙ্গিরা পালানোর সুযোগ পায়নি। সেনার গুলিতে নিহত হয়েছে দুই জঙ্গি। কিন্তু তৃতীয় জঙ্গি কোথায়, ওই দলে আরও কোনও জঙ্গি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে চিরুনিতল্লাশি শুরু হয়। বেশ কিছু দূরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে তৃতীয় জঙ্গির দেহ দেখতে পায় সেনা। কিন্তু তার দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

গত বুধবার থেকে অনন্তনাগে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। সেনা এবং জঙ্গিদের এই সংঘর্ষে দুই সেনাকর্তা এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এক ডিএসপির মৃত্যু হয়। নিখোঁজ এক জওয়ান। সেই সংঘর্ষ এখনও থামেনি। জঙ্গিদের বাগে আনতে লড়াই চালাচ্ছে সেনা। তার মধ্যেই বারামুলায় হামলার ছক ভেস্তে দিল সেনা।

'বাকস্বাধীনতার নামে ঘৃণাভাষণ নয়', মন্তব্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের

চেন্নাই, ১৬ সেপ্টেম্বর: 'সনাতন' বিতর্কে উত্তাল দেশ। তার মধ্যেই এই বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। একটি মামলায় আদালতের পর্যবেক্ষণ, সনাতন ধর্ম আসলে শাশ্বত কর্তব্যের কথা বলে। দেশ, বাবা-মা, গুরু এবং অসহায় গরিবের প্রতি যত্নশীল হওয়ার কর্তব্য। পাশাপাশি বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করে, বাকস্বাধীনতা কখনই ঘৃণাভাষণ হতে পারে না।

সম্প্রতি দক্ষিণের একটি সরকারি আর্ট কলেজে 'সনাতন ধর্মের বিরোধিতা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা হয়। ওই আলোচনায় দাবি করা হয়, সনাতন ধর্ম বর্ণবিদ্বেষ ছড়ায়, ছুঁৎ-অচ্ছুৎ-এ বিশ্বাস করে তারা। এর বিরোধিতায় মামলা ওঠে বিচারপতি এন সেশাসয়ীর বেঞ্চে। বিচারপতি সনাতন ধর্ম বর্ণবিদ্বেষ ছড়ায়-এই ভাবনাকে খারিজ করেন। পাশাপাশি

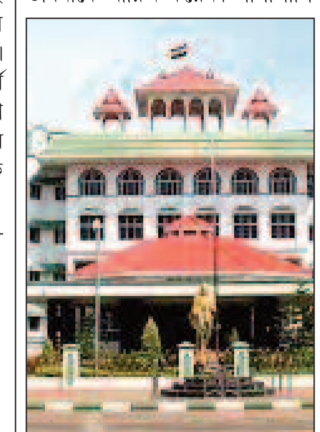

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে অস্পৃশ্যতা বরদাস্ত করা যায় না। সনাতন ধর্মের নামেও তা হলে গ্রহণযোগ্য নয়। সংবিধানের ১৭ নং ধারা অনুযায়ী বেআইনি।

এইসঙ্গে বিচারপতি বলেন, বাকস্বাধীনতা দেশের সমস্ত নাগরিকের অধিকার। তাই বলে বাকস্বাধীনতার নামে ঘৃণাভাষণ মেনে নেওয়া হবে না। বিশেষ করে যখন ধর্ম নিয়ে কথা হবে, তখন অন্যের ভাবাবেগে যাতে আঘাত না লাগে, সেকথা মাথায় রেখেই কথা বলতে হবে। আদালতের মন্তব্য, 'প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রাকৃতিক বিশ্বাস যুক্তিবাদের ঊর্ধ্বে। ফলে বাকস্বাধীনতা যেন ঘৃণাভাষণ না হয়ে ওঠে।'

উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। 'সনাতন অ্যাবলিশন কনফারেন্সে' যোগ দিয়েছিলেন উদয়নিধি। সেখানেই তিনি বলেন, 'কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্ত ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। 'সনাতন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে।'

'এক দেশ এক নির্বাচন' কমিটির প্রথম বৈঠক ২৩ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: এক দেশ এক ভোটের সম্ভাবনা আরও কিছুটা জোরদার হল। লোকসভা ও সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করা সম্ভব কি না তা বুঝতে কেন্দ্রের ৮ সদস্যের কমিটি আজ থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিল। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে এই কমিটিটি। উল্লেখ্য, কমিটিতে নাম ঘোষণা সত্ত্বেও কোনওরকম বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে নিজের নাম কমিটি থেকে সরিয়ে নেন কংগ্রেস নেতা তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী।

মনে করা হচ্ছে, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর অধীরকে বাদ দিয়েই প্রথম বৈঠকে বসছে ওই কমিটি। সংসদের বিশেষ অধিবেশনের ঠিক পরদিন কমিটির বৈঠকে বসাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কমিটির কাজ হবে এই মুহূর্তে দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করানো সম্ভব কিনা সেটা খতিয়ে দেখা। সেক্ষেত্রে কী কী সমস্যা আসতে পারে, বা সেই সমস্যার সমাধান কী, সবটা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন কমিটি।

কমিটিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিকদের রাখা হয়েছে। যেমন রয়েছেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এনকে সিং, লোকসভার প্রাক্তন সাধারণ সচিব সুভাষ কাশ্যপ এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী হরিশ সালভে, প্রাক্তন চিফ ভিজিল্যান্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি, রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদও রয়েছেন।

দিল্লির ফুটপাথে টেম্পোর চাকায় পিষ্ট ঝুপড়িবাসী মা ও শিশু কন্যা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রাজধানীর ফুটপাথে। টেম্পোর চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ঝুপড়িবাসী এক মহিলা এবং তাঁর শিশুকন্যার। আহত আরও তিন জন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। তীব্র গরমে ঝুপড়ি ছেড়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথে শুয়েছিলেন মৃত ও আহতরা। শুক্রবার ভোরে একটি টেম্পো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুমন্ত ফুটপাথবাসীদের উপরে উঠে পড়ে। এর ফলেই মৃত্যু হয়েছে দুজনের। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে রাজধানীর পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানীর মঞ্জু কা টিলা এলাকায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জ্যোতি (৩২) এবং তাঁর শিশুকন্যার। আহত হয়েছেন সুভাষ (৩০), ছয় বছর এবং সতেরো বছর বয়সি দুই নাবালক। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, বেপরোয়া গতির কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারায় টেম্পোটি। এর ফলেই ফুটপাথে ঘুমন্তদের উপরে উঠে যায় গাড়ির চাকা।

ভারতে নতুন ঠিকানা পাবে আফ্রিকার চিতারা

ভোপাল, ১৬ সেপ্টেম্বর: ফের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চিতা আসছে ভারতে। তবে এবার আর তাদের রাখা হবে না কুনো জাতীয় উদ্যানে। চিতাদের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে মধ্যপ্রদেশের গান্ধিসাগর অভয়ারণ্য। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি।

গত বছর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিকল্পনা মেনে নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা আনা হয়েছিল ভারতে। এ বছর ঐতিহাসিক সেই প্রকল্পের এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ফের চিতা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চিতা আসছে ভারতে। এই বিষয়ে পরিবেশ মন্ত্রকের এক কর্তা এসপি যাদব জানিয়েছেন, 'কুনো উদ্যানে ২০টি চিতা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই মুহূর্তে সেখানে এক শাবক-সহ ১৫টি চিতা রয়েছে। পরবর্তী যে চিতাগুলো আনা হচ্ছে তাদের অন্য জায়গায় রাখা হবে। মধ্যপ্রদেশের গান্ধিসাগর ও নৌরাদেহী অভয়ারণ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। গান্ধিসাগরে জোরকদমে কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি বছরের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। জায়গাটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে সমস্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পর চিতা আনার কাজ শুরু হবে।'

হিজাব বিরোধী আন্দোলনের জেরে তেহরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা, ব্রিটেন ও কানাডা

তেহরান, ১৬ সেপ্টেম্বর: মাহসা আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীতে বিক্ষোভ ইরানে। দেশজুড়ে চলছে হিজাব বিরোধী আন্দোলন। এহেন পরিস্থিতিতে তেহরানের উপর চাপ বাড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা, ব্রিটেন ও কানাডা।

ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, নীতি পুলিশের হেপাজতে মাহসার মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। এই ঘটনা ইরানে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ,গণ গ্রেপ্তারের জন্ম দিয়েছে। ইরানে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোও চলতি সপ্তাহে ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নও বিভিন্ন স্তরে তেহরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। উল্লেখ্য, ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানে নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় ২২ বছরের কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির। জানা যায়, হিজাব না পরায় তাঁকে আটক করেছিল পুলিশ। হেপাজতে থাকাকালীনই নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় মাহসার। তার পর থেকেই হিজাব বিরোধিতায় উত্তাল হয়ে ওঠে ইরান। শুরু হয় তুমুল সরকার বিরোধী প্রতিবাদ। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও সুপ্রিম লিডার আলি খামেনেইর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায় হাজার হাজার মানুষ। তার পর থেকেই হিজাব বিদ্রোহ দমনে চরম নিপীড়ন শুরু করে ইরান। হিজাব নীতি লঙ্ঘনে শাস্তির তালিকা বেড়েই চলেছে সে দেশে। কয়েক দিন আগেই খবর মিলেছিল হিজাব না পরায় চাকরি খোয়াতে হয়েছে মহিলাদের। কেড়ে নেওয়া হয়েছে গাড়িও। শুধু তাই নয় প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করতে বহু মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে।

কাঠমাণ্ডুতে খুন পরিবারের চার সদস্য, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

কাঠমাণ্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর: নেপালের কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরের কাছে টিনকুনে চকের একটি কাঠের কলে এক পরিবারের চার সদস্যকে খুন করা হয়েছে। এরপর এই গণহত্যার দায় নিয়ে এক ব্যক্তি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।

কাঠমাণ্ডুর এসএসপি দীনেশ রাজ ময়নালি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, চারজনকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে। নিহতরা মিলের নিরাপত্তারক্ষী কুমার ভুজেল, তার স্ত্রী অম্বিকা ভুজেল, কুমারের মা সুভদ্রা ভুজেল (৭৬) এবং তার আত্মীয় নবীন রাই ।

মিলের এক কর্মচারী বালকৃষ্ণ শিবকোটি জানান, কুমার ভুজেল তার স্ত্রী এবং এক আত্মীয় নবীনকে নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে মিলটিতে থাকতেন। তার মা একদিন আগেই এসেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ বছর বয়সি দীপেন্দ্র রাই গভীর রাতে বাণেশ্বর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন। রাই বলেন, তিনি নিজেই চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছেন।

ক্রিমিয়ার ১০০টি ইউক্রেনীয় সম্পত্তি বিক্রি করবে মস্কো, তালিকায় রয়েছে জেলেনস্কির পেন্টহাউস

কিয়েভ, ১৬ সেপ্টেম্বর: গত মে মাসেই জানা গিয়েছিল, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির ক্রিমিয়ার পেন্টহাউস দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম পড়েছিল ৬ কোটি টাকা। এবার জানা গেল, ক্রিমিয়ার ১০০টি ইউক্রেনীয় সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে মস্কো। যার মধ্যে অন্যতম জেলেনস্কির সম্পত্তি।

ক্রেমলিন পার্লামেন্টের মুখপাত্র ভ্লাদিমির কনস্ট্যানিটভ জানিয়েছেন, শিগগিরি ইউক্রেনের বহু সম্পত্তি দ্রুত নিজেদের দখলে নেবেন তাঁরা। যার সম্মিলিত মূল্য ৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সম্পত্তিও।

২০১৪ সাল থেকে ইউক্রেনের অংশ ক্রিমিয়া রাশিয়ার দখলে চলে যায়। ফেব্রুয়ারিতেই রুশ প্রশাসন জানিয়েছিল, ক্রিমিয়ার প্রায় ৫০০ সম্পত্তি দখলে নিয়েছে তারা। এর মধ্যে ইউক্রেনের ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের সম্পত্তিও রয়েছে। পরে মে মাসে জানা যায়, জেলেনস্কির পেন্টহাউসও দখল নিয়েছে প্রশাসন।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No. 1239,Dt. 11/09/2023** for Additional work (Ramp, Ralling, Lonvered window, Glow sign Board etc.) Community Toilet & Public Toilet at various Place under the jurisdiction of Kanchrapara Municipality. **Tender ID: 2023_ MAD_ 568027_1 to 66**. Last Date of Bid Submission **30/09/2023 up to 17.00 Pm.**

S/D Kamal Adhikary, Chairman Kanchrapara Municipality

বৃদ্ধি পাচ্ছে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য

এবার জয়ীরা পাবেন অতিরিক্ত ৮ কোটিরও বেশি

স্টকহোম, ১৬ সেপ্টেম্বর: নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য বেড়েছে। এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা অতিরিক্ত ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনার পাচ্ছেন। সেই হিসাবে নোবেল পুরস্কারের মোট অর্থমূল্য দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ১০ লাখ ক্রোনার (৯ লাখ ৮৬ হাজার মার্কিন ডলার)। যা আগে ছিল ১ কোটি ক্রোনার। শুক্রবার নোবেল ফাউন্ডেশন এ তথ্য জানিয়েছে।

সদ্য সুইডেনের মুদ্রার দাম কমে গিয়েছে। ইউরো এবং মার্কিন ডলারের বিপরীতে সুইডিশ মুদ্রার দ্রুত অবমূল্যায়ন এটিকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত। সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, সংস্থার সেই সক্ষমতা রয়েছে। তাই আর্থিক মূল্য বাড়লেও সমস্যা হবে না। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ কয়েকবার নোবেল পুরস্কারের অর্থের পরিমাণে রদবদল করা হয়েছে। ২০১২ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্থ ১ কোটি থেকে কমিয়ে ৮০ লাখ করা হয়েছিল। কারণ ওই সময় ফাউন্ডেশন তার অর্থায়নের দিকে নজর দিয়েছিল। পুরস্কারের পরিমাণ ২০১৭ সালে ৯০ লাখ এবং ২০২০ সালে এক কোটিতে উন্নীত করা হয়। আবার, ২০১৩ সালে অর্থমূল্য কমিয়ে ৮ মিলিয়ন ক্রাউন করা হলেও, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ীরা ওই বছর মার্কিন মুদ্রায় প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন।

ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ১৯০১ সালে যখন প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, তখন পুরস্কারের পরিমাণ ছিল প্রতি বিভাগে ১,৫০,৭৮২ ক্রোনার। আগামী ২ অক্টোবর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের ৬ জন পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা শুরু হবে। এর পরের দিনগুলিতে পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, রসায়ন, সাহিত্য ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা হবে। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে। অন্য সমস্ত পুরস্কার স্টকহোমে দেওয়া হলেও নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছা মেনে অসলোতে প্রাপকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তবে গত এক দশকে ইউরোর বিপরীতে সুইডিশ ক্রাউন প্রায় ৩০ শতাংশ মান হারিয়েছে। ফলে পুরস্কারের অর্থমূল্য যে বাড়ালেই যে সুইডেনের বাইরে বসবাসকারী নোবেল বিজয়ীরা খুব বেশি ধনী হয়ে উঠবেন, এমনটা নয়।

NOTICE

e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no- 01/PMKSY-WDC 2.0/10-PSME-1/2023-24** Dated 14/09/2023 in the district Purulia. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **22/09/2023.**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Raghunathpur-I Block,
& PIA, Utia & Senera Watershed,
Purulia

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide quotation no. 12/Electrical Materials/C.M/ 2023-2024, Dated:- 16.09.2023 for supplying electrical materials. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/088/975/EO/2022-23 Dated-15/09/2023.
Tender ID: 2023_ZPHD_570550_1 to 2 has been floated Construction of Litchpit, Silt Chember & Tube well Platform at Nasaratpur, Jaluidanga village at Nasaratpur GP under Purbasthali-I P.S. **fund :-SBM(G) NON GAP**
e-Tender Reference No - WBBDR/P-1/089/976/EO/2022-23 Dated-15/09/2023.
Tender ID: 2023_ZPHD_570657_1 to 3 has been floated Construction of Litchpit, Silt Chember & Tube well Platform at Lakshmipara, Nadanghat, Kundapara village at Nadanghat GP under Purbasthali-I P.S **fund :- SBM(G) NON GAP**
e-Tender Reference No - WBBDR/P-1/090/977/EO/2022-23 Dated-15/09/2023.
Tender ID: 2023_ZPHD_570715_1 to 4 has been floated Construction of Litchpit, Silt Chember & Tube well Platform at Chapahati, Samudragarh, Rahatpur, Bazaripara village at Samudragarh GP under Purbasthali- I P.S **fund :-SBM(G) NON GAP**
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

ময়দান

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 98, KOLKATA, SUNDAY, 17 SEPTEMBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

আজ ভারত-শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপ ফাইনাল

রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠক রোহিতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ এশিয়া কাপের ফাইনাল। সেই ম্যাচের আগে তিন ঘণ্টার লম্বা বৈঠক করলেন ভারতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক এবং প্রধান নির্বাচক। রাহুল দ্রাবিড়, রোহিত শর্মা এবং অজিত আগরকরের সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং কোচও। যদিও তাঁদের বাদ দিয়েও ঘণ্টা খানেকের বৈঠক করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিন প্রধান মস্তিষ্ক।

বৈঠক শুরু হয়েছিল দ্রাবিড় এবং ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌরের মধ্যে। সেখানে যোগ দেন রোহিত এবং আগরকর। পরে বৈঠকে যোগ দেন বোলিং কোচ পরেশ মামব্রে এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। ছ'জন মিলে দীর্ঘ ক্ষণ দল নিয়ে কথা বলেন। তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁরা কথা বলেন। রাঠৌর, মামব্রে এবং দিলীপ বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আরও ঘণ্টা খানেক আলোচনা করেন দ্রাবিড়, রোহিত এবং আগরকর।

সূত্রের খবর, এশিয়া কাপের ফাইনাল পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে অক্ষর পটেলের চোট নিয়েও কথা হয়েছে। শুধু এশিয়া কাপের ফাইনাল নয়, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং বিশ্বকাপের ভাবনাও রয়েছে দলের। সেই নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সময় চোট পান অক্ষর। সেই নিয়েই খেলছিলেন তিনি। দলকে জেতাতে না পারলেও তাঁর লড়াই নজর কেড়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দরকে শ্রীলঙ্কা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৈরি রাখা হচ্ছে তাঁকে। প্রয়োজনে দলে নেওয়া হবে ওয়াশিংটনকে। ফাইনালের আগে অক্ষরের চোট ভারতীয় দলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার পিচে স্পিনারেরা সুবিধা পাচ্ছেন। তাই অক্ষরকে দলের প্রয়োজন ছিল। তাঁকে পাওয়া না গেলে সুযোগ দেওয়া হয়ে পারে ওয়াশিংটনকে।

রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। পাঁচ বছর পর আবার আন্তর্জাতিক ট্রফি জেতার স্বপ্ন দেখ ছে রোহিত শর্মার দল। শেষ বার ২০১৮ সালে এশিয়া কাপেরই ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়েছিল ভারত। আবার একটি এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলতে চলেছে তারা। কিন্তু শ্রীলঙ্কা বরাবরই ভারতের কঠিন গাঁট। অতীতে এই দলের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ভারতকে।

শুধু তাই নয়, এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারত এবং শ্রীলঙ্কা দাপট দেখিয়েছে। ভারত সাত বার ট্রফি জিতেছে। শ্রীলঙ্কা ছ'বার। দুই দল এর আগে সাত বার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ভারত চার বার জিতেছে। শ্রীলঙ্কা তিন বার।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত এবং শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হয়েছে ১১ বার। তার মধ্যে ভারত পাঁচ বার এবং শ্রীলঙ্কা চার বার জিতেছে। ভারতের মাটিতে ২০১১ সালের বিশ্বকাপেও এই দুই দেশ মুখোমুখি হয়েছিল। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বাধীন সেই দল ট্রফি জেতে। এশিয়া কাপেও পরিসংখ্যানে সামান্য এগিয়ে রয়েছে ভারতই।

২০১০ সালের পর আবার এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা। সে বার ডাম্বুলায় ভারত ৮১ রানে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দীনেশ কার্তিকের ৬৬ রানের সৌজন্যে প্রথমে ব্যাট করে ২৬৮ তুলেছিল ভারত। জবাবে আশিস নেহরার চার উইকেটের সৌজন্যে ১৮৭ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার ইনিংস। সেই পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই মাথায় রয়েছে দাসুন শনাকাদের। আবারও ঘরের মাটিতে এশিয়া কাপের ফাইনালে সামনে ভারত। শনাকারা প্রতিশোধ নিতেই নামবেন, এ কথা বলেই দেওয়া যায়। ২০১০ সালের সেই ম্যাচে খেলা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা ১৩ বছর পর আবার নামবেন।

এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে বড় ধাক্কা শ্রীলঙ্কা শিবিরে, ছিটকে গেলেন থিকসানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে বড় সড় ধাক্কা শ্রীলঙ্কা শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ফাইনাল থেকেই ছিটকে গেলেন মাহিশ থিকসানা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিল তা। শেষ মুহূর্তে থিকসানা ছিটকে যাওয়ায় দলে অন্তর্ভুক্ত করা হল সাহান আরাশশিগেকে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান থিকসানা। তিনি এবার রিহ্যাব শুরু করবেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে শ্রীলঙ্কার এই স্পিনারকে একাধিক বার ফিল্ডিং করতে গিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন। খোঁড়াতে খে াঁড়াতে ৯ ওভার বল করেছিলেন থিকসানা। শেষ বলের থ্রিলারে শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জেতে। ফাইনালে পৌঁছে যায় কুশল মেন্ডিসরা। ছিটকে যায় পাকিস্তান। তার পর থেকেই পাকিস্তান জুড়ে তীব্র সমালোচনা হয় বাবর আজমদের। ২০২৩ সালের এশিয়া কাপে পাঁচটি ম্যাচ থেকে ৮টি উইকেট নেন থিকসানা। সেরা ১০ উইকেট শিকারীর মধ্যে রয়েছেন তিনি। মাথিসা পাথিরানা ১১টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর পিছনেই রয়েছেন দুনিথ ওয়েলালাগে। তাঁর সংগ্রহে ১০টি উইকেট। এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে থিকসানার ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কার জন্য বড় ধাক্কা। শুধু কি এশিয়া কাপ! বিশ্বকাপের আগেও যে চিন্তা বাড়ল শ্রীলঙ্কা শিবিরে।

এমবাপ্পের জোড়া গোলের পরও হার পিএসজির, এনরিকের সামনে আরও বড় বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ ম্যাচে ২ জয়, ১ হার ও ২ ড্র! পিএসজির মৌসুমের শুরুর চিত্রটা এমনই। লিওনেল মেসি-নেইমারের বিদায়ের পর নতুন করে সব শুরু করতে চেয়েছিল দলটি। কিন্তু সেই শুরুর শুরুটা একেবারেই ভালো হলো না। এমনকি গতকাল নিসের বিপক্ষে ঘরের মাঠে কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোলের পরও জিততে পারেনি পিএসজি। ৩-২ গোলের হারে পয়েন্টে টেবিলের তিন নম্বরে নেমে গেছে পিএসজি।

৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মোনাকো। আর ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে নিস। তিনে থাকা পিএসজির পয়েন্ট ৮। পরিসংখ্যান বলছে, পিএসজির পাওয়া ৮ পয়েন্ট ২০১০-১১ মৌসুমের পর তাদের সর্বনিম্ন পয়েন্ট। অর্থাৎ নাসের আল খে লাইফির মালিকানায় এটিই পিএসজির সবচেয়ে বাজে শুরু।

আর এমন শুরুর পর নতুন দায়িত্ব নেওয়া কোচ লুইস এনরিকে বেশ চাপেই পড়লেন। যদিও তিনি অবশ্য এই চাপ নিয়ে ভাবছেন না। এমনকি দলের হার নিয়েও নন বিশেষ উদ্বিগ্ন।

গতকাল ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ বলেছেন, 'আপনি যখন শতভাগ দেবেন, এরপরও কি আপনার প্রতি আমার অভিযোগ থাকা উচিত? আমাদের অবশ্যই উন্নতি করতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমরা জানি। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন নই।' তবে মুখে যতই বলুন, এনরিকের জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়ার সুযোগ নেই। বিশেষ করে গোল করায় সমস্যা না হলেও রক্ষণে বেশ ভুগতে হচ্ছে দলটিকে। মোনাকোর করা ১৩ গোলের পর এখন পর্যন্ত লিগ 'আঁ'তে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০ গোল করেছে পিএসজি। এমনকি এই দুই দল ছাড়া আর কোনো দল গোলে দুই অঙ্ক স্পর্শও করেনি। আর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ৮ দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল হজম করা দলও কিন্তু পিএসজি।

এখন পর্যন্ত ৬ গোল খেয়েছে তারা। ফলে গোল করেও বিশেষ কোনো লাভ হচ্ছে না। এনরিকেকে এখন খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে, নয়তো সামনে আরও বড় বিপদই অপেক্ষা করছে। পিএসজির মতো কোচ বদলের জন্য পরিচিত ক্লাব হয়তো খুব বেশি সুযোগ দেবে না। তাই যা করার দ্রুতই করতে হবে।

অন্য দিকে পিএসজির পরের ম্যাচ চ্যাম্পিয়নস লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে মুখোমুখি হবে এ দুই দল। 'মৃত্যুকূপ'খ্যাত এই গ্রুপে ব্যর্থতায় শুরুর কোনো সুযোগই নেই। এই গ্রুপের অন্য দুই দল নিউক্যাসল ইউনাইটেড ও এসি মিলান। এই গ্রুপে শুরু থেকে ধাক্কা খেলে তা সামলে নিয়ে লড়াইয়ে ফেরা বেশ কঠিনই হবে পিসএসজির জন্য।

ফাইনালের আগে চোট অক্ষরের, তড়িঘড়ি কলম্বোয় ডাক পড়ল ওয়াশিংটন সুন্দরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবাসরীয় এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে চোটের ছায়া। তড়িঘড়ি তাই ভারত থেকে ডেকে পাঠানো হল ওয়াশিংটন সুন্দরকে। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে চোট পেয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে দলকে জেতানোর জন্য শেষের দিকে মরিয়া লড়াই করেন অক্ষর। কিন্তু শেষ অবধি জেতাতে পারেননি ভারতকে। তবে ওই ম্যাচে চোট পাওয়ায়, তাঁর ফাইনালে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অক্ষর প্যাটেলের চোটের কারণেই ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে ভারতীয় টিম। চোটের কালো মেঘ শ্রীলঙ্কা শিবিরেও। এক লঙ্কান স্পিনার চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন এশিয়া কাপের ফাইনাল থেকে। জানা গিয়েছে ভারতীয় অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একাধিক চোট পেয়েছেন। তিনি ৩৪ বলে ৪২ রান করেন। ১টি উইকেটও নেন তিনি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে অবশ্য অক্ষর প্যাটেলের চোটের ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু চোটের কারণে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই কারণে ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

ওয়াশিংটন সুন্দর আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারতীয় টিমের অংশ। বেঙ্গালুরুর এনসিএতে ছিলেন। এশিয়া কাপের ফাইনাল হওয়ার পর ভারতে ফিরে তিনি আবার বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিবিরে যোগ দেবেন। তামিলনাড়ুর অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর দেশের হয়ে ১৬ ওডিআইতে খেলেছেন। করেছেন ২৩৩ রান এবং নিয়েছেন ১৬টি উইকেট। লঙ্কান শিবিরে চোটের কবলে পড়েছেন দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র মহেশ থিকশানা। তিনি এশিয়া কাপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকা জানিয়েছেন, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন মহেশ থিকসানা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার-৪ পর্বের ম্যাচে চোট পান মহেশ থিকসানা। সেই চোট নিয়েই বল করেছিলেন তিনি। কিন্তু চোট গুরুতর হওয়ায় তিনি ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহেশ থিকসানার পরিবর্তে ফাইনালের আগে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে সাহান আরাচাচিগেকে।

ইস্টবেঙ্গলের ২ প্লেয়ার সহ ৩ জন এশিয়াডের দলে, খুশি সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনেই রয়েছে হাংঝাউ এশিয়ান গেমস। ইতিমধ্যেই এশিয়া গেমসের দল ঘোষণা করে দিয়েছিল ভারত। ক্লাব বনাম ফেডারেশনের দ্বন্দে একাধিক ফুটবলারকে ছাড়াই এশিয়ান গেমসের দল প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে হাল ছাড়েনি এআইএফএফ। তাদের তরফে দেশের স্বার্থে ফুটবলার ছাড়ার কথা ক্লাবগুলোকে বারবার বোঝানো হয়। আর তাতেই কাজ হয়েছে। আর এই কারণেই শুক্রবার আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য পরিবর্তিত ভারতীয় দল ঘোষণা করা হল। যে দলে ফিরে এসেছেন সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার। আর পরিবর্তিত এই দল পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। পাশাপাশি খুশির কথা জানিয়েছেন হেড কোচ ইগর স্টিম্যাচও।

তবে সন্দেশ ঝিঙ্গানের পাশাপাশি চিঙ্গলেন সানা সিং এবং লালচুংনুঙ্গা ও এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে জায়গা পেলেন। ১৯তম এশিয়ান গেমসের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের তরফে পরিবর্তিত স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল ভালো ফল করতে মরিয়া। দীর্ঘ টালবাহানা, টানাপোড়েন এবং লড়াইয়ের পরে ভারতকে এশিয়ান গেমসের ফুটবলের জন্য পাঠাতে সক্ষম হয়েছে এআইএফএফ। সেখ ানে দাঁড়িয়ে সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতন অভিজ্ঞ ফুটবলারের পাশাপাশি চিঙ্গলেনসানা , লালচুংনুঙ্গার মতো প্রতিভাবান ফুটবলারদের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় দলকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করবে।

এআইএফএফের সভাপতি কল্যান চৌবেও জানান এটি অত্যন্ত পজিটিভ একটি খবর যে সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে দলে অভিজ্ঞ সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতো ফুটবলার যুক্ত হচ্ছেন। পাশাপাশি এফএসডিএলকে ও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি কল্যান চৌবে। সময়মতো তারাও সহযোগিতা করেছেন এআইএফএফকে।

বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতের ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপার কোচ ইগর স্টিম্যাচ জানিয়েছেন, 'অসাধারণ একটা প্রগতিময় মুহূর্ত। এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডে বেশ কিছু অভিজ্ঞ ফুটবলারকে যুক্ত করা হয়েছে। এর থেকে ভালো সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে? এর ফলে দলের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। আমি এফএসডিএল এবং এআইএফএফকে ধন্যবাদ জানাব বিষয়টির বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য। ভারতের হয়ে যারাই প্রতিনিধিত্ব করুন না কেন আমরা একসাথে মিলে দেশের পতাকার সম্মানের জন্য লড়াই করব।' পরিবর্তিত স্কোয়াড নিয়ে বলতে গিয়ে সুনীল ছেত্রী জানিয়েছেন, 'আমি খুব খুশি। এটা দেখে খুব খুশি যে আরও অনেক সিনিয়র ফুটবলাররা ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে খে লার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এশিয়ান গেমসের জন্য জাতীয় দলের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছেন। আমাদের ভারতীয় দল নয় বছরে প্রথমবার এশিয়ান গেমসের আসরে খেলতে যাচ্ছে। আমাদের সবার কাছে খুব খুব স্পেশাল এই মুহূর্তটা। যারা সুযোগ পেয়েছেন জাতীয় দলের হয়ে খেলার তাঁদের কাছে এই সুযোগটা কাজে লাগানোর মরিয়া লড়াই লড়তে হবে। আমি এবং আমার সমস্ত সতীর্থ অঙ্গীকার করছি ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে খুব ভালো পারফরম্যান্স করার।'

শতবর্ষে পদ্মশ্রী শৈলেন মান্নার স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলে কিংবদন্তি ফুটবলার পদ্মশ্রী শৈলেন মান্নার শতবর্ষ উদযাপন করে শনিবার ক্যালকাটা রেফারি তাঁবুতে কালীঘাট স্পোর্টস লাভারস অ্যাসোসিয়েশন। শৈলেন মান্নার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, শৈলেন মান্নার কন্যা নীলাঞ্জনা মান্না,প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবি,দুলাল বিশ্বাস , অলোক দাস সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বপন(বাবুন) ব্যানার্জি।

একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে অংশ নেন প্রাক্তন ফুটবলার ও কাউন্সিলররা।

রোনাল্ডোকে বিশেষ সুবিধা, তীব্র বিতর্কে ফুটছে ইরান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে একঝলক দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ইরান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এর আগে খেলার সুযোগ মিলেছে। কিন্তু পার্সিপোলিস এফসির ভক্তরা, বিশেষ করে ফুটবল ভক্তরা মুখিয়ে রয়েছেন সিআর সেভেনের জন্য। বিশ্বের অন্যতম সেরা সুপার ১৯ সেপ্টেম্বর তেরহানে খেলবেন। আল নাসেরের বিরুদ্ধে পার্সিপোলিস কেমন খেলে, তার থেকেও বড় চর্চা চলছিল, রোনাল্ডোর মতো তারকারা কি আদৌ ইরানের মতো অবরুদ্ধ দেশে যাবেন খেলতে? জটিলতা কাটানোর জন্য ইরান সরকার বিশেষ সুবিধা দিতে চলেছে আল নাসেরের ফুটবলারদের। মূলত রোনাল্ডো যাতে ইরানে পা দেন, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। আর তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে ইরানিদের মধ্যে। দেশের জনতা যে সুবিধা পান না, তা কেন দেওয়া হবে রোনাল্ডোকে, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

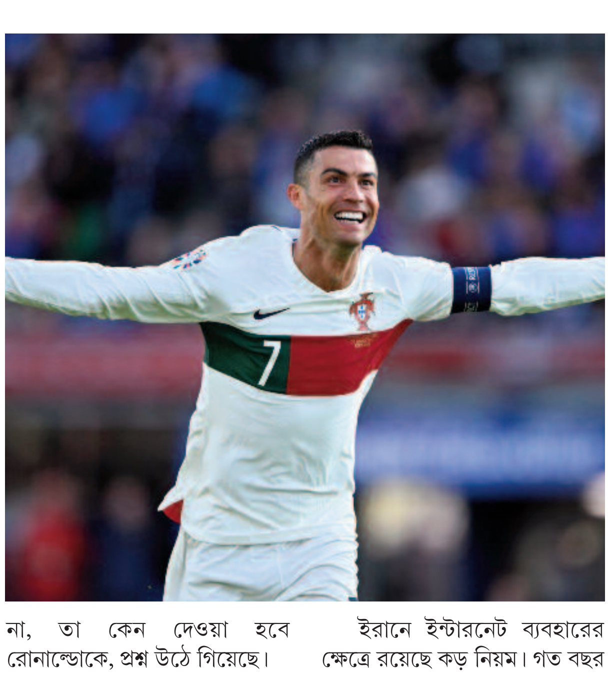

ইরানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে কড় নিয়ম। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশি হেফাজতে মাসা আমিনির মৃত্যুর পর দেশের নানা জায়গার পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিরুদ্ধবাদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। সরকারবিরোধী নানা গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইন্টারনেট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অধিকাংশ ওয়েবসাইট সেখ ানে খোলা যায় না। বিশেষ করে হোয়্যাটস অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম খোলা যায় না। এমনকি ভিপিএন ব্যবহার করে যাতে নিষিদ্ধ ওয়েবসাইটে ঢুকতে না পারে আমজনতা, তা কড়া নজরে রাখে ইরানের টেলিকম বিভাগ। এমন পরিস্থিতি থাকলে রোনাল্ডো সহ আল নাসেরের অন্যান্য তারকারা ইরানে নাও আসতে পারেন, এমন আশঙ্কাতেই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। দেশবাসীর জন্য নিয়ম যাই হোক না কেন, রোনাল্ডো চাইলে যে কোনও ওয়েবসাইট সার্ফ করতে পারেন। তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকবে বিশেষ সিম। যতদিন ইরানে থাকবেন, ততদিন এই সুবিধা পাবেন তিনি।

পার্সিপোলিস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রেজা দার্ভিস বলেছেন, 'আমি দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল কোম্পানি ইরান-সেলের সঙ্গে কথা বলেছি। আল নাসেরের প্লেয়ারদের ব্যবহার করার জন্য বিশেষ সিমকার্ড দিতে চাই, তা ওদের বলেছি। যাতে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে কোনও অসুবিধা না হয়।' এতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন ইরানিরা। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, দেশের সরকার তাঁদের জন্য একটা নিয়ম রেখেছে। যেই এ দেশে আসুন না কেন, তাঁকেও এই নিয়মই পালন করতে হবে। রোনাল্ডোকে তা হলে কেন বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলছে না।

বিশ্বকাপে গলার কাঁটা সূর্য, বদলির খোঁজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুযোগ তিনি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। এশিয়া কাপের সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে ভারত রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তরুণ তুর্কি তিলক ভার্মার ডেবিউ হয়েছে। তিনি যেহেতু ওডিআই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেই, তাই তাঁর ডেবিউ ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়ে অতটা আলোচনা হয়নি। কিন্তু ওডিআইতে ভারতের মিডল অর্ডারে সূর্যকুমার যাদব ফের এক বার ভরসা দিতে ব্যর্থ হলেন। যা রীতিমতো ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে মাথাব্যাথার। টি-টোয়েন্টিতে স্কাই স্টার। কিন্তু ওডিআইতে কেন এখনও তিনি ছন্দ খ ুঁজে পাচ্ছেন না? তা নিয়ে আলোচনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সূর্যকে নিয়ে যখন আশঙ্কার কালো মেঘ জমছে, ঠিক তখনই কলম্বোর প্লেনে চেপে বসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। যদিও এশিয়া কাপের ফাইনালের জন্য ব্যাকআপ হিসেবে তাঁকে ভাবা হয়েছে। কিন্তু, ওয়াশিংটন সুন্দরকে হঠাৎ এই ডাক অন্য ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

বিশ্বকাপে মিডল অর্ডারে সূর্যর প্রয়োজন হলে তিনি আদৌ জ্বলে উঠবেন কিনা, তা নিয়ে আপাতত চিন্তিত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলেছেন, টি-২০ আর ওডিআই ক্রিকেটের মধ্যে তফাৎটা সূর্যকুমার যাদবকে বুঝতে হবে। টি-২০ ক্রিকেটে আগ্রাসী মেজাজ দেখানো যায়। কিন্তু ওডিআইতে শুরু থেকেই আগ্রাসন দেখানো মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কয়েকটা ওভার ক্রিজে কাটিয়ে সেট হতে হয়। দলের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। এবং পারফর্ম করে দেখাতে হয়। সেখানেই সূর্য বাকিদের অবাক করছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাকিব আল হাসানের বলে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন স্কাই। ৩৪ বলে ২৬ রান করে মাঠ থেকে বেরোতে হয় তাঁকে। সূর্যর এ ভাবে আউট হওয়া নিয়ে ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার দীপ দাসগুপ্ত বলেন, 'সূর্যর ব্যাটিং আমাকে অবাক করে দিয়েছে। একে দেখে মনে হচ্ছিল ও শুধু সুইপ শট খেলতে চাইছে। ও তো স্পিনের বিরুদ্ধে খুব ভালো ব্যাটিং করে। ওর কাছে বিভিন্ন শট রয়েছে। এটা জানি যে একদিনের ক্রিকেটে সূর্য ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারছে না। তবে ও যে ডেলিভারিতে আউট হল সেটা আউট হওয়ার মতো বল মোটেও ছিল না। ওই ডেলিভারিকে এক্সট্রা কভার, মিড অফের উপর দিয়েও মেরে দিতে পারত। কিন্তু সূর্য তা করেনি। তাই ওর ব্যাটিং আমার অদ্ভুত লেগেছে।' সূর্যকুমার যাদব নিজে এশিয়া কাপের আগে জানিয়েছিলেন, ওডিআই ক্রিকেটে রান করা রপ্ত করার জন্য তিনি কোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। এশিয়া কাপে মাত্র ১টি ম্যাচ খেললেন। ফাইনালে সম্ভবত সুযোগ পাবেন না। বিশ্বকাপে যদি তিনি খেলার সুযোগ পান, আর তাতে সফল হতে না পারেন তা হলে হয়তো সূর্যর ওডিআই কেরিয়ারে ইতি পড়ে যেতে পারে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**